NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপ্রবেশ
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি ভাবীকাল
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পর্যটক
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্ধেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

৩ ইএসআই পরিষেবায় প্রযুক্তি, পরিকাঠামো নিয়ে সল্টলেকে

ববির সংস্থায় হানা বিজেপি সরকারের গড়া কমিশনের ৩

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.09.2026, Vol.20, Issue No. 85, 8 Pages, Price 3.00

উত্তম উৎসবে শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ দিবসে বৃহস্পতিবার উৎসবের চিত্র টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়াতে। বৃহস্পতিবার মহানায়কের জন্মশতবর্ষে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, দেব, রঞ্জিৎ মল্লিক, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ টলিপাড়ার একাধিক পরিচিত মুখ। এদিনের অনুষ্ঠান থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সকালে টালিগঞ্জে উত্তমকুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

প্রধানমন্ত্রীর উত্তম-স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন বাঙালির সেই চিরন্তন 'ম্যাটিনি আইডল'-উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও মহানায়কের স্মৃতিচারণ করেন তিনি। এবার জন্ম শতবর্ষের দিন এক্স হ্যান্ডলে বাংলা ভাষায় বিশেষ পোস্ট করেন মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে 'সপ্তপদী'র ঝলকে মহানায়ককে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তম স্মরণে মোদীর পোস্টে উল্লেখ, 'মহানায়ক উত্তম কুমার, এক কিংবদন্তি, যাঁর কালজয়ী কাজের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ একাত্ম হতে পেরেছে। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বৃহস্পতিবার সকালে টালিগঞ্জে উত্তম কুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী-সহ টলিপাড়ার আরও অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়ও। একই মঞ্চে দীর্ঘদিন পর দেখা যায় প্রসেনজিৎ, জিৎ ও দেবকে। মহানায়কের সহকর্মী অভিনেতা রঞ্জিৎ মল্লিকও ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর উত্তম-স্মরণে একটি পরিবর্তনের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এত দিন ২৪ জুলাই, মহানায়কের মৃত্যুদিনকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠান হত। এবার থেকে তাঁর জন্মদিন, অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বরকে সামনে রেখেই বড় করে স্মরণ করার সিদ্ধান্তের কথা জানান শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার থেকে মহানায়কের মৃত্যুদিনে নয়, তাঁর জন্মদিনে অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে স্মরণ করা হবে তাঁকে। আর সেটাই উচিৎ। মৃত্যুদিনে কেন তাঁকে মহাসমারোহে স্মরণ করা হবে?'

রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিকেলে শোভাযাত্রা, কেক কাটা এবং পায়েস খাওয়ানোর মতো নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নন্দনে একটি অস্থায়ী কার্যালয়ও খোলা হয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ উৎসব নিয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ জানাতে পারবেন। জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে আগামী কয়েক দিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নন্দন ও রাধায় উত্তম কুমারের একাধিক ছবি দেখানো হবে। ছাব্বিশে মহানায়কের জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে টালিগঞ্জে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকলকেই গাইতে হবে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাইতেই হবে। তা না হলে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিদ্যা ভারতীর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা এসেই প্রার্থনায় পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক করেছি। প্রথমে আপত্তি ছিল। আমি বলে দিয়েছিলাম, সরকারি সাহায্য নেওয়া এবং দেওয়া; দুটোই বন্ধ হবে।''

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, সকলকে গানটিও গাইতে হবে। সেই জন্য শিক্ষা দপ্তরকে স্কুলের ভিডিও পাঠাতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'দেখলাম অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে না। বলেছি, ঠোঁটও নাড়াতে হবে।' বিদ্যা ভারতীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের উপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য, ক্ষমতায় এসে চার মাসের মধ্যে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থায় 'সংস্কার' ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবোধ উপেক্ষিত হয়েছিল। তাঁর কথায়, ''সংস্কার ছাড়া দেশকে বাঁচানো যাবে না।''

অন্যদিকে, এদিন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে আরএসএস-এর একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা মাধ্যমের সিলেবাসে বেশ কিছু শধ বদল করা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

দিল্লি গিয়ে ধরনা, হুঁশিয়ারি মমতার

ছবি: সৌজন্যে ফেসবুক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তরে বৃহস্পতিবার ভোরে হামলার ঘটনা নিয়ে সরব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে সমাজমাধ্যমে ওই ঘটনার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছেন তিনি। অভিযোগ, বিজেপি গুন্ডা পাঠিয়ে তাঁর দলের দপ্তর তছনছ করেছে। জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে। অত্যাচার বন্ধ না-হলে আগামী দিনে দিল্লি গিয়ে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মমতা।

ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাকে 'মধ্যরাতের বর্বরতা' বলে উল্লেখ করেছেন মমতা। বিকেলে ফেসবুক লাইভে মমতা বলেন, 'আমাদের দপ্তরে মধ্যরাতে গুন্ডা পাঠিয়েছে বিজেপি। কাগজপত্র, দলিল, রেকর্ড সব তছনছ করা হয়েছে। আমাদের চার জনকে ভিতরে আটকে রাখা হয়েছিল, অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। নাকের ডগায় শেক্সপিয়র সরণি থানা। ওই থানা-সহ একাধিক থানার ভূমিকা আমরা নোট করে রাখছি। চিরকাল বিজেপি থাকবে না।'

মমতা বলেন, 'খাস কলকাতার বুকে যাঁরা মধ্যরাতে বর্বরতা চালাচ্ছে, তারা গ্রামবাংলায় কী করছে, ভাবা দরকার।' বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে উঠেছে, অভিযোগ মমতার। তিনি জানান, যে সমস্ত অফিসার পুলিশের উর্দিকে সম্মান করে রক্ষক হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের তিনিও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করে, সাক্ষীকে গুলি করে কেউ কেউ 'ভক্ষক' হয়ে উঠেছেন।

ধৃত সোমনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অভয়া কাণ্ডে নয়া মোড়। এবার অভয়ার দেহ দ্রুত সৎকারের অভিযোগে বেঙ্গালুরু থেকে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পিতা শেখর দেবনাথের করা নতুন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে খড়দা থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে খড়দা থানার পুলিশ পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু পলাতক ছিলেন প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে।

ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়খণ্ডে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির নামে ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া প্রায় ২৯০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি ও আর্থিক নয়ছয়ের তদন্তে নেমে ফের শহরজুড়ে জোর কদমে অভিযানে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা এবং হাওড়ার মোট ১১টি বিভিন্ন ঠিকানায় একযোগে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

ইউসিসির খসড়া তৈরির কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালুর প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে এ বার আইনের সম্ভাব্য কাঠামো তৈরির কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার দিল্লির চাণক্যপুরী বঙ্গভবনে ইউসিসি নিয়ে বৈঠক করে রাজ্য সরকারের গঠিত কমিটি। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারপার্সন তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা দেশাই। রাজ্য প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকও এই আলোচনায় যোগ দেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে বিধানসভায় ইউসিসি বিল আনার প্রস্তুতি নেওয়া হবে। বিজেপি-শাসিত অন্য রাজ্যগুলিতে কী ধরনের আইনি কাঠামোর মাধ্যমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। এছাড়াও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টিও প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। রাজ্যে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি বণ্টনের মতো ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তত ন'টি বিষয়ে মতবিনিময়ের পরিকল্পনা আছে কমিটির। তাঁদের বক্তব্য এবং পরামর্শ খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে কতটা জায়গা পায়, সেটিও নজরে থাকবে। তবে আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়কে প্রস্তাবিত ইউসিসির আওতার বাইরে রাখার কথা আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

ইউসিসি সংক্রান্ত কমিটিতে আছেন মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিয়ালা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শত্রুঘ্ন সিং, সংঘমিত্রা ঘোষ, নৃতত্ত্ববিদ রত্না ভটাচার্য, শিক্ষাবিদ গোপালচাঁদ মিশ্র এবং আইনজীবী ওসমান গনি মল্লিক ও নির্মাল্য ভট্টাচার্য-সহ আরও কয়েক জন। ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে ইউসিসি চালুর কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এ রাজ্যে ইউসিসি বিল আনব। গুজরাত, উত্তরাখণ্ড, অসমের পর। এতে সব সম্প্রদায়ের জন্য এক আইন লাগু হবে। আলাদা আলাদা ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা কোনও আইন হবে না। শুধু আদিবাসী, জনজাতিরা এর বাইরে থাকবে।'

যদিও ইউসিসি চালুর উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের সম্ভাবনাও আছে। ব্যক্তিগত আইন, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব রীতিনীতি, এই বিষয়গুলির সঙ্গে প্রস্তাবিত বিধির সরাসরি যোগ থাকছে।

তিব্বতে ফের কম্পনে ত্রাস

কাঠমান্ডু, ৩ সেপ্টেম্বর: নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে ফের কেঁপে উঠল হিমালয়। তিব্বতে বৃহস্পতিবার অনুভূত হল জোরালো কম্পন। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু স্পষ্ট হয়নি। তবে নতুন করে বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জাতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ৪৬ মিনিট নাগাদ তিব্বতে ভূমিকম্প হয়েছে। কম্পনের উৎস ছিল মাটি থেকে ১৪ কিলোমিটার গভীরে। নেপালের পাশাপাশি চিনের দক্ষিণের বেশ কিছু এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভারতের উত্তরাখণ্ডেও কোথাও কোথাও কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে ১১৬ কিলোমিটার দূরে জোশীমঠে কম্পন কিছুটা টের পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, নেপালে এখনও ৪২১৬ জন নিখোঁজ। দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ১২৫২টি। এখনও উদ্ধারকাজ শেষ হয়নি। দেহ শনাক্তের আগেই গণকবর দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। এই পরিস্থিতি ফের নতুন ভূমিকম্পে তাই আশঙ্কা বেড়েছে।

এদিকে এহেন পরিস্থিতিতে পশ্চিম সিকিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ভূমিধস নেমেছে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওই এলাকায়। পর্যটকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আসলে নেপালের মতো ভয়ঙ্কর হড়পা বানের অশনি সংকেত রয়েছে সিকিমেও। ভুটান পাহাড়ে দ্রুত গলছে হিমবাহ, বাড়ছে হ্রদের সংখ্যা।

সরকারি বাসে সরাসরি নজরদারি
কন্ট্রোল রুম চালু, কন্ডাক্টরদের বডি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে রাজ্যে সরকারি বাসে সরাসরি নজরদারি বাড়াতে ও যাত্রী অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চালু করা হল ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম। বৃহস্পতিবার পরিবহণ দপ্তরে অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, সরকারি বাসে যাত্রীদের অভিযোগ জানাতে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জন্য আলাদা ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাসের চালক-কন্ডাক্টরদের আচরণ এবং টিকিট না কেটে যাত্রী পরিবহণের মতো অভিযোগ ঠেকাতে বডি ক্যামেরা চালুর কথাও জানান মন্ত্রী অর্জুন সিং।

বৃহস্পতিবার এই সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিবহণ সংস্থার জন্য আলাদা ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। যাত্রীরা বাস পরিষেবা, কন্ডাক্টরের আচরণ কিংবা অন্য কোনও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন ওই নম্বরে। মন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জন্য ৯০৪৬২২৯০২৫ নম্বরটি চালু থাকবে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জন্য দেওয়া হয়েছে ৭৬৯৯৯৯৩৯৩০ নম্বর।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম এবং কলকাতা ট্রামওয়েজ সংস্থার ক্ষেত্রেও পৃথক যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পরিষেবার জন্য ৮৬৯৭৭৩৩৯১ এবং ৮৬৯৭৭৩৩৯২ নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর জন্য ০৩৩- ২২৩৬০৪৬২ এবং ০৩৩-২২৩৬০৪৬৩ নম্বর দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সারফেস ট্রান্সপোর্ট সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ৯৪৩২৫৯৭০৯৮ নম্বরটি রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার পরিবহণ দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন পরিবহণ সচিব রবি ইন্দর সিং।

মন্ত্রীর বক্তব্য, বাসে কন্ডাক্টরের দুর্ব্যবহার বা পরিষেবা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে যাত্রীরা নিয়ন্ত্রণকক্ষে অভিযোগ জানাতে পারবেন। রাস্তায় মহিলাদের দেখে অনেক ক্ষেত্রে বাস না দাঁড় করিয়ে চলে যায়, আবার সরকারি বাসে টিকিট ছাড়া যাত্রী পরিবহণ এবং টাকা নিয়ে টিকিট না দেওয়ার বিভিন্ন অভিযোগ পরিবহণ দপ্তরে আসছে, সেইসব অভিযোগ নিয়েও বৃহস্পতিবার মুখ খোলেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এ ধরনের ঘটনায় পরিবহণ দপ্তরের রাজস্বে ক্ষতি হচ্ছে। সেই 'লিকেজ' বন্ধ করতেই এই নজরদারি বাড়ানো হবে। এরই অংশ হিসাবে চালক ও কন্ডাক্টরদের বডি ক্যামেরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, টেন্ডার ইতিমধ্যেই সই হয়েছে এবং ৫ তারিখে তা খোলা হবে। ক্যামেরায় রেকর্ড হওয়া তথ্য কন্ট্রোল রুম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

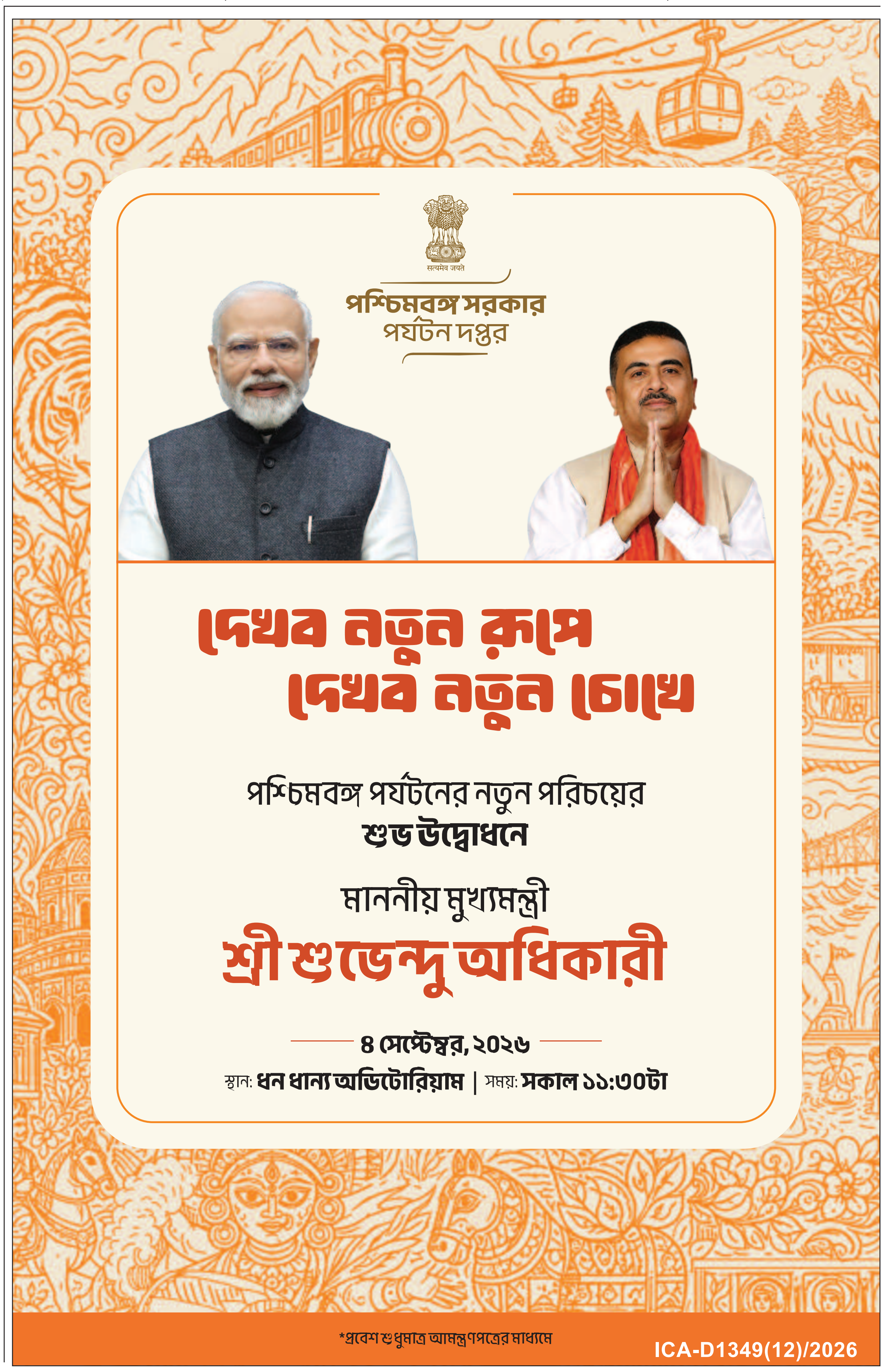

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I **Parmeshwar Durgaprasad** Satpathy S/o Durgaprasad Satpathy R/o NFA 123 4th floor Tech market IIT Kharagpur Pin- 721302 shall henceforth be known as Parmeshwar Satpathy as declared before the 1st class JM at Kharagpur Dist Paschim Medinipur vide affidavit No-11227 dated 31.08.2026. Parmeshwar Durgaprasad Satpathy and Parmeshwar Satpathy are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21055 নং এফিডেভিট বলে আমি Asim Haldar (Old Name) S/o. Late Adhir Halder, R/o. Rabindranagar Paschim Para, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asim Haldar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Asim Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Asim Halder & Asim Haldar, S/o. Adhir Halder & Adhir Haldar (Father) & Saradini Halder & Saradini Haldar (Mother) and my wife Ranjita Halder & Ranjita Haldar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

গত 03/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15424 নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Bag S/o. Suren Bag ও Sushanta Bag S/o. Sooran Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15219 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Kumar Paul S/o. Santosh Kumar Paul ও Prabir Paul S/o. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12111 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahua Singha W/o. Sanat Singha ও Mahua Singh W/o. S. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21134 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanjit Paswan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramsagar Paswan ও S Paswan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

AFFIDAVIT

I, **Smt. D Laxmi** W/O Lt. P. Govinda Rao R/O Dewanmaro, PS: Kharagpur (T), Dist: Paschim Medinipur declare before 1st Class JM kharagpur vide affidavit NO 111209 on 31.08.26 that in my aadhar card my name mistakenly recorded as P Laxmi W/O P. Govinda Rao In Place of D Laxmi W/O Lt. P. Govinda Rao. Smt. D Laxmi W/O Lt. P. Govinda Rao & P Laxmi W/O Lt. P. Govinda Rao are same & identical Person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) **শ্রী অরিন্দম ঘোষ**, পিতা- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, ২) **শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ**, পিতা- মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৩) **শ্রীমতী আল্পনা ঘোষ**, স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, সকলের সাং- মাজদিয়া খেজুর বাগান, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০১,পক্ষে বিগত ইং ২৬/১০/২০২১ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৩/২০২১ ও ০৪/১১/২০২২ তারিখে ৩৬২৯/ ২০২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বয়ং **শ্রী যতীন দেবনাথ** পিতা-স্বর্গীয় যোগেশ দেবনাথ, সাং- চরমাজদিয়া, পোঃ-চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১,মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০২/০৩/২০২৩তারিখে ৫২৮৯/২০২৩নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা **শ্রী দীগেন্দ্র বিশ্বাস** পিতা- দূর্গা চরণ বিশ্বাস, সাং- ৮১,কালাটেক, থানা-শ্রীলা, জেলা-খাসীহিলম, পিন-৭৯৩১১২,হাল সাং- মাজদিয়া, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, মহাশয়, মৌজা ১৮ নং মাজদিয়া, খতিয়ান নং- L.R. ২৯২৭,২৯৩১,৩২৮১ দাগ নং-৩২০/১১০১, ৩২০/১১০২ ও ৩২০/১১০৩ দাগে মোট ৫.৭৮ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B. L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার**, পিতা তারক চন্দ্র সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর বিশ্বাসপাড়া, পোঃ নরেন্দ্রপুর, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা মহাশয়, বিগত ইংরাজী ০২/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-0462/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শুভেন্দু সরকার**, পিতা সুরেন্দ্র নাথ সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা গোয়ারা, জে.এল. নং ৫৩, হাল এল.আর. ১১২৪ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৫৯৫ তথা হাল এল.আর. ৬৬৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২৬ শতক সম্পত্তি, তন্মধ্যে - এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১)বিগত ইং ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে ৩৫৮৪/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সোনা রায়,** স্বামী বিক্রম রায়, সাকিম বিধাননগর, কৃষ্ণপুর, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগণা, মহাশয়াকে ৩.৫ শতক সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে ৩৫৮৫/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অভিজিৎ রায়,** পিতা মহাদেব রায়, সাকিম গোয়ারা, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ৩.২৬ শতক সম্পত্তি, ৩)বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে ০৬২৫/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সৌরভ গায়েন,** পিতা সত্যেন্দ্র নাথ গায়েন, সাকিম সারদাপল্লী বৈচীগ্রাম, বৈচীগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ২ শতক সম্পত্তি, ৪)বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে ০৬২৭/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী তরুণ সানা,** পিতা অরবিন্দ সানা, সাকিম গোয়ারা, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী মহাশয়কে ৭ শতক সম্পত্তি, ৫)বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে ০৬২৮/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৌশিক সরকার,** পিতা কালিপদ সরকার, সাকিম পূর্বপাড়া মামুদপুর, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা, মহাশয়কে ৪ শতক সম্পত্তি, একুনে উক্ত ৫টি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মোট ১৯.৭৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী সোনা রায়, ২)শ্রী অভিজিৎ রায়, ৩)শ্রী সৌরভ গায়েন, ৪) শ্রী তরুণ সানা, ৫) শ্রী কৌশিক সরকার,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শুভেন্দু সরকার, আমমোক্তার**

নাম-পদবী

আমি RAJ PETER PALMA, পিতা CHANDAN A PALMA, সাং Doharia, Milan Pally, P.O.- Ganganagar, P.S.- Madhyamgram, North 24 Parganas, W.B., ঘোষণা করছি যে RAJ PETER PALMA আমার সঠিক নাম; PITAR PALMA/ RAJPETER PALMA ভুল। পিতার সঠিক নাম CHANDAN A PALMA (ভুল: CHANDAN PALMA), মাতার সঠিক নাম।- RAJ PETER PALMA

নাম-পদবী

আমি RAJ TALUKDER, পিতা PRABIR TALUKDER, সাং সত্যনারায়ণ পল্লী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, ঘোষণা করছি যে RAJ TALUKDER আমার সঠিক নাম; RAJ TALUKDAR ভুল। আমার পিতার সঠিক নাম PRABIR TALUKDER; ভুল নাম PRABIR TALUKDAR ও PROBIR TALUKDER। সকল নাম একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। Affid- 31AC054718

নাম-পদবী

আমি পারমিতা দে স্বামী- ঁবাপ্পা ঘোষ, আমার পুত্র বিপ্রদীপ ঘোষ এর নতুন জন্ম সার্টি ফিকেটে স্বামীর নাম কনক ঘোষ আছে। ২৫-১১-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে কনক ঘোষ ও বাপ্পা ঘোষ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল, স্বামীর আসল নাম বাপ্পা ঘোষ, স্বামী বর্তমানে মৃত।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শীলা সাধু স্বামী-শ্যামল সাধু ২) মিতা নাগ স্বামী-তপন নাগ, পিতা-মৃত শ্যামল নাগ ৩)গীতারানী সাধু পিতা-শ্যামল কুমার সাধু, ৪) অনিতা সাধু বসাক ওরফে অনিতা সাধু স্বামী-পূর্ণেন্দু বসাক, ৫) সঞ্চয়িতা দত্ত পিতা-সঞ্জয় দত্ত, সকলের সাং+ পো:-হবিবপুর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া পিন-৭৪১৪০২, সকলের পক্ষে বিগত ইংরেজি 25/08/2026 তারিখে এ. ডি. এস. আর রানাঘাট ১ নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ৫২১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার রাজেশ দেবনাথ পিতা-রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, সাং+পো:- হবিবপুর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০২, সকলের পক্ষে বিগত ইংরেজি 01/09/2026 তারিখে I-5310 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্রেতা নমিতা সাউ স্বামী-কৃষ্ণ সাউ, সাং+পো:-হবিবপুর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০২। তপশীল:- হবিবপুর মৌজা নং ১১৬, খতিয়ান এল. আর নং ৯৩১৬, ৯৩১৭, ৯৩১৮, ৯৩১৯, ৯৩২০ আর. এস. ও এল. আর দাগ নং ৩৪৭ দাগে ৫ শতক ও ৩৫২ দাগে ৯ শতক, মোট জমির পরিমাণ ১৪ শতক। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-I B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **কোকিলা সেখ,** স্বামী- সাহার আলি সেখ, সাকিন ও পোঃ- ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া পিন-৭৪১৩১৭, গত ইংরাজী ০৩/০৮/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও দাখিলকৃত এবং ০৪/০৮/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির, ১৩০২-২০২৬ নং-ভল্যুমের ১৮৬১২৯ হইতে ১৮৬১৪৬ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৩০২০৭৩১৯/ ২০২৬ নং বিক্রয়কোবালা, দলিল মারফৎ ১) সারনী হালদার, স্বামী- সুজয় হালদার, সাকিন, পোঃ ও থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০৩, ও ২) নন্দিনী সাহা ওরফে নন্দিনী সাহা বিশ্বাস, স্বামী- মলয় সাহা, সাকিন- নলুয়াপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ পক্ষে (গত ইংরাজী ১৮/০৮/২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১৩০২- ২০২২ নং সি.ডি. ভ্যলুমের ২২৯১ নং হইতে ২৩০৩ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৩০২-০১৩০ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল বলে) নিযুক্ত আমমোক্তার তিলক চাঁদ ঘোষ, পিতা- ধরনীধর ঘোষ, সাকিন- অরবিন্দ রোড, বউবাজার, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ মহাশয় মহাশয়ার নিকট হইতে জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, সাব রেজিষ্ট্রী অফিস- কৃষ্ণনগর এলাকাধীন, হাল ৭ নং তৌজির পরগনা উখড়া, মহাল ৯২ নম্বর কৃষ্ণনগর মৌজায় এল.আর. ৩৯৪৯/৪ নং খতিয়ান হইতে আগত বর্তমান এল.আর. ৫২৯০৪ ও ৫২৯০৫ নম্বর খতিয়ানে আর.এস. ৩৩০৮ নং, এল.আর. ৪৭০৫ নম্বর দাগে মোট ২.৭০ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন।

উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. কৃষ্ণনগর-১ অফিসে তাহার নামে রেকর্ড করিবার জন্য MN/2026/1309/14964 নং মিউটেশান কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি বর্তমান মালিকের নামে রেকর্ড হইবার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. কৃষ্ণনগর-১ অফিসে লিখিত জানাইবেন।

Satyabrato Ghosh
Advocate
Krishnagar Judges' court and Tehatta Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) **শ্রী অরিন্দম ঘোষ,** পিতা- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, ২) **শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ,** পিতা- মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৩) **শ্রীমতী আল্পনা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, সকলের সাং- মাজদিয়া খেজুর বাগান, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১,পক্ষে বিগত ইং ২৬/১০/২০২১ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৩/২০২১ রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বয়ং **শ্রী যতীন দেবনাথ** পিতা-স্বর্গীয় যোগেশ দেবনাথ, সাং- চরমাজদিয়া, পোঃ-চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১,মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১২/১২/২০২২ তারিখে ৪০৭৯/২০২২ নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা **শ্রীমত্যা জয়রানী বিশ্বাস,** স্বামী-সুধীর বিশ্বাস, সাং- ৪৪,কালাটেক, থানা-শ্রীলা, জেলা-খাসীহিলম, পিন- ৭৯৩১১২,হাল সাং- মাজদিয়া, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, মহাশয়, মৌজা ১৮ নং মাজদিয়া,খতিয়ান নং-L.R.২৯২৭,২৯৩১,ও৩২৮১ দাগ নং- RS. & L. R. ৩২০/১১০১, ৩২০/১১০২ মোট ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B. L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) **শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ,** পিতা-মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ২) **শ্রীমতী আল্পনা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, সকলের সাং- মাজদিয়া খেজুর বাগান, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১,পক্ষে বিগত ইং ০৪/১১/২০২২ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৬২৯/২০২২ কোবালা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বয়ং **শ্রী যতীন দেবনাথ** পিতা-স্বর্গীয় যোগেশ দেবনাথ, সাং- চরমাজদিয়া, পোঃ-চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১,মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে ২১৩৪/২০২৩ নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা **শ্রী সুশীল বিশ্বাস,** পিতা-যোগেশ বিশ্বাস, সাং-কালাটেক, থানা-শ্রীলা, জেলা-খাসীহিলম, পিন- ৭৯৩১১২,হাল সাং- মাজদিয়া, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, মহাশয়, মৌজা ১৮ নং মাজদিয়া, খতিয়ান নং- L.R. ২৯২৭ ও ২৯৩১, দাগ নং- RS. & L. R. ৩২০/১১০৩ মোট ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B. L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন পত্র

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **১)শ্রীমতী মনিকা দাস,** স্বামী শ্রী তপন কুমার দাস, সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **২)শ্রীমতী কণিকা দাস,** স্বামী শ্রী সুনীল কুমার দাস, সাকিম দেপাড়া, বিষ্ণুবাটী, জামালপুর, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১২৪০৪, **৩)শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস,** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র দাস ওরফে গোপাল দাস, সাকিম নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১২৩, মহাশয়াগণ, তাহাদের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য বিগত ইং ২৯/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05510/ 2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **ক)শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস ও **খ)শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে উক্ত আমমোক্তারদ্বয় উক্ত কার্য্য সঠিক ভাবে পরিচালনা না করার জন্য বিগত ইং ০৫/০৮/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-00045/2026 **নং আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন বা রিভোকেশন পত্র দলিল মূলে পূর্বের I-05510/2022 নং আমমোক্তারনামা পত্র দলিলখানি ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন।** ফলে ইং ০৫/০৮/২০২৬ তারিখের পর হইতে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **ক)শ্রী সুশান্ত দাস ও খ)শ্রী তন্ময় দাস,** ভবিষ্যতে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর ইত্যাদি করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা সর্বস্থলে বা সর্ব্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, গত ইংরাজী ১২/০৮/২০২৬ তারিখে আমার মক্কেলগণের পক্ষে আমি বন্দনা মজুমদার, উকিলবাবু ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ মারফৎ উক্ত **ক)শ্রী সুশান্ত দাস ও খ)শ্রী তন্ময় দাস,** মহাশয়দ্বয়কে উক্ত বিষয় জানাইয়াছি এবং ১৯/০৮/২০২৬ তারিখে উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া **ক)শ্রী সুশান্ত দাস ও খ)শ্রী তন্ময় দাস,** মহাশয়দ্বয় উক্ত আমমোক্তারনামা ক্যানসেল বা রিভোক সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪২৭১, ৪২৭৫, ৪২৭৬, নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ৩৩০, ৩৩১ ও ৩৫০ দাগে (**৺গোপাল চন্দ্র দাস ওরফে গোপাল দাস** মহাশয়ের নামীয় বর্তমানে আমার মক্কেলগন ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন) আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি, যাহা বর্তমানে আমার মক্কেলগণ ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন।

Bandana Majumder, Advocate,
Judges' Court, Hooghly at Chinsurah

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর মহামান্য জেলা জজ আদালত
প্রবেট স্যুট নং ৫/২০২৪

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, অধুনামৃত **শ্রী জয়ন্ত কুমার মিস্ত্রি** কর্তৃক ১১/০৯/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত শেষ উইল এর প্রবেট প্রার্থনা করে আবেদনকারিনী **শ্রীমতী মিনতি মিস্ত্রি,** গ্রাম ও পোষ্ট চাঁপাডাঙ্গা, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, মাননীয় জেলা জজ, হুগলীর আদালতে উপরিউক্ত প্রবেট স্যুট দায়ের করেছেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন। অতএব, নিম্ন তফসিল ভুক্ত সম্পত্তি বা উক্ত উইল সম্পর্কে কোনো ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি, আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ একতরফা আদেশ হইবে।

তফসিল ভুক্ত সম্পত্তি

১) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরশুড়া শাখার সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব নং **০০১১৬২৪৩৪৬৯৭২** - এ গচ্ছিত অর্থের পরিমান ৪০,৫০৮.৩৩।
২) মারুতি অল্টো এল এক্স আই গাড়ি, রেজিস্ট্রেশন নং ডাবলু বি ৭৪জে - ৮৮৫৮ মূল্য (এক লক্ষ)।
৩) দ্বিতল পাকা গৃহাদী খতিয়ান নং ৩৫২৯, দাগ নং ২০৪০ ও ২০৪১, মৌজা - চাঁপাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৬৭, থানা- তারকেশ্বর, জেলা - হুগলী তে অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তির মূল্য (উনত্রিশ লক্ষ) টাকা।

দরখাস্তকারির তরফ
প্রভাত কুমার বাগ (অ্যাডভোকেট)

অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
Chief Administrative Officer
District Judge's Court Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অবিলম্বে টেন্ডার কমিটি গঠনের নির্দেশ অর্থ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সব প্রশাসনিক দপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরে অবিলম্বে ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটি (ডিটিসি) চালু করার নির্দেশ দিল অর্থ দপ্তর। বৃহস্পতিবার জারি হওয়া একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেখানে এখনও এই কমিটি গঠন হয়নি, সেখানে দ্রুত তা কার্যকর করতে হবে।

অর্থ দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান হবেন যুগ্মসচিব বা তার ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ, দপ্তরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, মুখ্যসচিব বা সচিব মনোনীত অন্য কোনও আধিকারিক।

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, টেন্ডার মূল্যায়ন ও সুপারিশ-সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব এই কমিটিকেই পালন করতে হবে। ২০১৮ সালে জারি হওয়া নির্দেশিকার ধারাবাহিকতায় নতুন করে সব দপ্তরকে তা কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের অনুলিপি সব প্রশাসনিক দপ্তর, জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনারেট, মহকুমাশাসক, বিডিও, ট্রেজারি অফিসার-সহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

থিজম গ্রুপের উদ্যোগে ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রকাশ করলেন উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ কভার কলকাতা জিপিওতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থিজম গ্রুপের পক্ষে পার্থ সাহা, ঋতম সাহা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ঋজু গাঙ্গুলি, সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পোস্ট মাস্টার জেনারেল, সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন প্রমুখ।

কার্টুন-কাণ্ডে আপাতত শ্রীলেখাকে গ্রেপ্তার নয়, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত ও বিকৃত কার্টুন-কাণ্ডে সাময়িক স্বস্তি পেলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। আপাতত কোনও মামলাতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার শর্তে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও প্রকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে অভিনেত্রীর আইনজীবী, তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করে জানান, শ্রীলেখা মিত্র স্রেফ আন্দোলনকারীদের সমর্থনে ওই কার্টুন আঁকা বোর্ডটি হাতে নিয়ে মিছিলে হাঁটেন। এটি কোনও অপরাধ হতে পারে না। তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'রুচিহীন ছবি যদি ধরেও নেওয়া হয়, তাহলেও সেটা কোনো ক্রাইম হতে পারে না।' ইতিমধ্যে আনন্দপুর থানা ডেকে পাঠালে শ্রীলেখা হাজিরা দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন বলেও আদালতকে জানানো হয়। অন্যদিকে, রাজ্যের আইনজীবী সওয়ালে দাবি করেন, ওই ছবি অত্যন্ত রুচিহীন এবং সামাজিক অশান্তি তৈরির পক্ষে উসকানিমূলক।

উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিনেত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, একজন সুস্থ নাগরিক কীভাবে এমন কদর্য ও 'ডিস্ট্রেস্ফুল' ছবি বা ফেস্টুন নিয়ে মিছিলে হাঁটতে পারেন? ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন জাতির প্রতি কুৎসা অপপ্রচারে ফৌজদারি আইন যুক্ত করার অবকাশ থাকে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে এর পাশাপাশি আইনি দিকটি তুলে ধরে বিচারপতি উল্লেখ করেন, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ৭ বছর বা তার কম। ফলে তদন্তে সহযোগিতা করলে তাঁকে গ্রেপ্তারির মতো কঠোর পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেওয়া উচিত। এরপরই আদালত নির্দেশ দেয়, শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় যে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে, সেগুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করে আনন্দপুর থানা তদন্ত চালাবে। একইসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়, শ্রীলেখাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে হলে পুলিশকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে লিখিত নোটিস পাঠাতে হবে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে শ্রীলেখা যদি তদন্তে সাহায্য না-করেন তা হলে পুলিশ সরাসরি হাইকোর্টকে জানাতে পারবে। একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ, তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানিয়ে আদালতে পরবর্তী শুনানিতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা খারিজ করা হয়নি। আগামী ১৪ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে এবং আপাতত ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টের এই আইনি রক্ষাকবচ বহাল থাকবে অভিনেত্রীর ওপর।

দুর্গাপুরে জল ছাড়ায় বড়জোড়া ও পখন্নার বেশ কয়েকটি পল্লি বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ায় বড়জোড়া ও পখন্না গ্রাম পঞ্চায়েতের মানাচরের বেশ কয়েকটি পল্লী মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ডিভিসির বুধবার থেকেই পাঞ্চেৎ ও মাইথন জলধার দুটি থেকে এক লাখ কিউসেক এর বেশি জল ছাড়ায় দামোদর নদে জলস্তর বাড়তে থাকে। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে বুধবার ১ লাখ ১১ হাজার কিউসেক জল

ছাড়া হয়। ব্যারাজের নীচের দিকে অবস্থিত বড়জোড়া ও পখন্না গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে যেসব মানাচর গুলি রয়েছে এবং সেখানে যাবার রাস্তায় যে কয়টি কজওয়ে বা ভাসাপুল রয়েছে সেগুলি জলমগ্ন হলেও যাতায়াত করায় খুব একটা বেগ পেতে হচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার ভোরে ডিভিসির পাঞ্চেৎ ও মাইথন জল ছাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বেড়েছে। ডিভিসি সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়া হয় ১,৩৮, ৫২৫ কিউসেক। আর এতেই বিপত্তি দেখা যায় মানাচরের পল্লী গুলিতে। বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝের মানা ও পখন্না পঞ্চায়েতের বড়ো মানা যাওয়ার রাস্তায় যে কজওয়ে রয়েছে সটি ৬/৭ ফুট জলের তলায় চলে গেছে। সকাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন বড়ো মানার বরিশাল পাড়া, ঢাকা পাড়া সহ ৮-১০ টি পল্লির প্রায় ৬ হাজার বাসিন্দা। অনেকেই সকালের দিকে পখন্না এলাকায় এসে আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। মাঝের মানা শ্রীপল্লীর বাসিন্দা তথা বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কপিল তালুকদার বলেন, 'দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে বেশি পরিমাণে জল ছাড়া হলেই কজওয়েটি ডুবে যায়। আজ সকাল থেকে ৬/৭ ফুট উপরে জল বইছে। বেলার দিকে নৌকো মেরামত করে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নৌকোয় পারাপার শুরু হয়েছে। ব্লক অফিসের আধিকারিকরা সরেজমিনে এসে পরিস্থিতি দেখেও গেছেন এবং নৌকোয় পারাপারের সময় যাতে যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করেন সেজন্য লাইফ জ্যাকেটও দেওয়া হয়েছে।' কপিল তালুকদার বলেন, 'সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নৌকো চলাচল করার অনুমতি রয়েছে। এরপরেও যারা আসবেন তাদের থাকার শ্রীপল্লির স্কুল ঘরে ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস, ধৃত ৬৭

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া এক বিশাল প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা অভিযান চালিয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে ৪১ জন মহিলা।

এই ঘটনায় তদন্তকারীরা জানান, কলকাতার কসবা এলাকায় ঝাঁ-চকচকে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে রীতিমতো পেশাদার কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল। ফোনে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বাড়ির বা অফিসের ছাদে মোবাইল ফোনের টাওয়ার বসানোর লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হত। এরপর টাওয়ার বসাতে রাজি হলেই 'ইনস্টলেশন চার্জ' বা প্রক্রিয়া খরচের কথা বলে একটি প্রাথমিক অঙ্ক চাওয়া হত। আর এই টাকা জমা দেওয়া এবং প্রক্রিয়াকরণের ফাঁকেই প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের গোপন তথ্য হাতিয়ে নিত। এর পরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যেত লক্ষ লক্ষ টাকা।

এই প্রসঙ্গে লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা জানান, প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা সরিয়ে নেওয়ার জন্য ১০০টিরও বেশি বেনামি বা নকল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল ফোন, প্রচুর সিমকার্ড, ওয়াইফাই রাউটার-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে।

ভোটার তালিকায় বাদ ব্যক্তিদের রেশন কার্ড যাচাই করে বাতিলের কাজে গতি খাদ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের রেশন কার্ড যাচাই করে বাতিল বা নিষ্ক্রিয় করার কাজে গতি আনতে চায় রাজ্যের খাদ্য দপ্তর। নতুন বিজেপি সরকারের নির্দেশে শুরু হওয়া ওই প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৮.৫৬ শতাংশ কার্ড বাতিল বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। দপ্তরের মতে, এই হার সন্তোষজনক নয়।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও মৃত (এএসডি) হিসেবে প্রায় ৩০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। পাশাপাশি 'অ্যাডজুডিকেশন'র মাধ্যমে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটার বাদ গিয়েছেন। এ বার বিশেষ ভাবে ওই শ্রেণির ব্যক্তিদের রেশন কার্ড যাচাইয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

দপ্তরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, যাচাইয়ের সময় দেখা যাচ্ছে, এসআইআরে বাদ পড়া বহু ব্যক্তির রেশন কার্ড আগেই বাতিল বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। আগের সরকারের আমলেই মৃত্যুর নথি এবং দীর্ঘদিন রেশন না তোলার ভিত্তিতে কার্ড নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতেও বহু মৃত ব্যক্তির কার্ড বাতিল করা হয়েছে। ২০২১ সালের পর থেকে এই প্রক্রিয়ায় দেড় কোটিরও বেশি রেশন কার্ড বাতিল বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তরের দাবি।

রেশন ডিলারদের সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু বলেন, কোনও বৈধ রেশন গ্রাহক যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাই অ্যাডজুডিকেশনের পর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের কার্ড বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের জুন মাসের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যাঁরা সিএএ বা ট্রাইবুনালের মাধ্যমে নাগরিকত্ব বা অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের রেশন কার্ড আপাতত চালু থাকবে।

সরকার বদলের পর কাটল বেতন জট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকে বেতন না-পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন বিভিন্ন জেলার চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটররা (ডিইও)। অবশেষে সেই জট কাটাতে ৬৬১২ জন ডিইওর জুলাই মাসের পারিশ্রমিক বাবদ ১১ কোটি ২২ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৮ টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস (পিএআর) দপ্তর এই সংক্রান্ত বরাদ্দপত্র জারি করেছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রত্যেক ডিইওর মাসিক পারিশ্রমিক ১৬,৯৭৪ টাকা। সেই হিসাবেই মোট ১১,২২,৩২,০৮৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। বরাদ্দপত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই অর্থ শুধুমাত্র ডিইওদের পারিশ্রমিক মেটানোর জন্যই ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোনও খাতে তা ব্যয় করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্সিয়াল রুলস এবং রাজ্য সরকারের প্রযোজ্য নির্দেশিকা মেনেই বিল প্রস্তুত ও অর্থ ছাড় করতে হবে।

এই বরাদ্দের আওতায় কলকাতা-সহ রাজ্যের ২২টি জেলার জেলাশাসকের দপ্তর রয়েছে। ২০২৪ সালে জারি হওয়া পিএআর দপ্তরের নির্দেশ অনুসারেই এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বড়বাজারের বাঁশতলায় ভক্তদের কেনাকাটার করার ভিড়। ছবি-অদিতি সাহা

ময়লা ফেললেই ২০০ টাকা জরিমানা ঘোষণা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গি বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এবার হাওড়া শহরে ডেঙ্গি মোকাবিলায় শহরের বাজারগুলিতে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ শুরু করল হাওড়া পুরসভা। বৃহস্পতিবার কদমতলা বাজারে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যবসায়ী বা ক্রেতা, কেউই যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলতে পারবেন না। নিয়ম ভাঙলে প্রথম বারেই দিতে হবে ২০০ টাকা জরিমানা। একই অপরাধ বার বার করলে শাস্তির মাত্রাও বাড়বে। তিন বার জরিমানা দেওয়ার পরেও নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুরসভা।

বৃহস্পতিবার এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। তাঁর উপস্থিতিতে পুরসভার আধিকারিকেরা বাজারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে নির্দিষ্ট জায়গায় বর্জ্য ফেলার নির্দেশও দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'বাজারের ভিতরে কোনও ভাবেই আবর্জনা ফেলা যাবে না। বাজার পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শুধু পুরসভার নয়, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষেরও।'

চলতি বছরে বর্ষাকাল শেষ হওয়ার মুখে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বাজারের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা এবং জল মশার বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। তাই জনবহুল বাজারগুলিতে বর্জ্য জমতে না-দেওয়াকে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গেও যুক্ত করে দেখছে পুরসভা। এই বিশেষ নজরদারিতেও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। কদমতলা বাজারের ওপর ড্রোন উড়িয়ে বিভিন্ন অংশের ছবি সংগ্রহ করা হয়। কোথায় আবর্জনা জমছে এবং কোন এলাকায় নিয়ম ভাঙার প্রবণতা বেশি, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে পুরসভার দাবি, নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা সম্ভব হবে। এছাড়াও পুরসভা দাবি , শুধু কদমতলা বাজারেই এই অভিযান সীমাবদ্ধ থাকবে না। হাওড়ার অন্যান্য বাজারেও ধাপে ধাপে একই ধরনের অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি জরিমানার পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারির মাধ্যমে প্রকাশ্য স্থানে আবর্জনা ফেলার প্রবণতা বন্ধ করাই এখন হাওড়া পুরসভার মূল লক্ষ্য।

আজ জন্মাষ্টমীতে মেট্রোর সূচিতে বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতা মেট্রোর পরিষেবায় বদল করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে নির্ধারিত দিনের তুলনায় পরিবর্তিত সূচিতে মেট্রো চালানো হবে। তবে তিনটি লাইনেরই প্রথম এবং শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ে কোনও বদল হচ্ছে না বলেই মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে। আজ ব্লু লাইনে মোট ২৫২টি, গ্রিন লাইনে ২১২টি এবং ইয়েলো লাইনে ৯২টি পরিষেবা চলবে।

ব্লু লাইনে আজকে আপ ও ডাউন মিলিয়ে ২৫২টি পরিষেবা থাকবে। দুই দিকেই ১২৬টি করে মেট্রো চালানো হবে। যাত্রীদের জন্য প্রথম এবং শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে। গ্রিন লাইনেও পরিষেবার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই লাইনে মোট ২১২টি মেট্রো চলবে। আপ এবং ডাউন দুই দিকেই ১০৬টি করে পরিষেবা থাকবে। এখানেও প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় বদলানো হচ্ছে না।

ইয়েলো লাইনে আজকের দিনে চলবে মোট ৯২টি পরিষেবা। আপ ও ডাউন, দু'দিকেই ৪৬টি করে মেট্রো চালানো হবে। এই লাইনের ক্ষেত্রেও প্রথম এবং শেষ মেট্রো চলার সময় স্বাভাবিক দিনের মতোই থাকবে। অন্য দিকে, পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে আজকের দিন পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। এই দুই লাইনে স্বাভাবিক সূচিতেই মেট্রো চলবে। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা সূচির কথা জানানো হয়েছে। ফলে আজ মেট্রোয় যাতায়াতের পরিকল্পনা করা যাত্রীরা কোন লাইনে কতগুলি পরিষেবা থাকবে, তা আগে থেকেই জেনে নিতে পারবেন বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। *ছবি: অদিতি সাহা*

প্রকৃত অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে, অভয়ার বিচারে সরব শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অভয়ার বিচার নিশ্চিত করতেই হবে', 'সত্যকে চিরদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না', বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই পূর্বতন রাজ্য সরকার সহ তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষাতে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। অভয়ার বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেও এদিন দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী অভয়ার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। একই সঙ্গে পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে তথ্য-প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শমীকের আরও দাবি, তদন্ত থামার কোনও প্রশ্ন নেই। সময়ের সঙ্গে ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে এবং যারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় আগের সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বৃহস্পতিবার শমীক বলেন, 'নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম, অভয়ার বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সবরকম ব্যবস্থা করবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকেই এগোচ্ছে পুলিশ।'

পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে পরিকল্পিত ভাবে তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করা হলেও সত্যকে চিরদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। তদন্ত এগোবে, প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং প্রকৃত অপরাধীকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে।' তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাজ্যের সাধারণ মানুষেরও দাবি। তিনি বলেন, 'অভয়ার ন্যায়বিচার শুধু একটি পরিবারের দাবি নয়, এটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দাবি।'

ডেঙ্গি রুখতে বাস ডিপো পরিদর্শন পরিবহণ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শহরের বাস ডিপো ও হাসপাতালগুলিতে পরিচ্ছন্নতা এবং জল জমার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার কলকাতার বেলগাছিয়া ও মানিকতলা বাস ডিপো পরিদর্শন করেন তিনি। এরপরে তিনি যান ইএসআই হাসপাতালে। ডিপো বা হাসপাতাল চত্বরে জল জমে থাকলে তা দ্রুত সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েক সপ্তাহে দ্রুত বেড়েছে। ২২ জুলাই পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১,৯৪৬। ২৬ অগস্ট সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩ হাজারে পৌঁছয়। দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় সংক্রমণ বৃদ্ধির ছবিও ধরা পড়েছে। দিন দুয়েক আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে।

ডেঙ্গির পাশাপাশি ম্যালেরিয়াও যথেষ্ট উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। স্বাস্থ্য মন্ত্রকে পাঠানো রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ জুলাই পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫,৫০২। এর মধ্যে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৬২ জন। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই বৃহস্পতিবার বেলগাছিয়া ও মানিকতলা বাস ডিপোর পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন পরিবহনমন্ত্রী। বেলগাছিয়া ও মানিকতলা বাস ডিপোয় ঘুরে দেখেন তিনি। কোথাও জল জমে রয়েছে কি না, তা

খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ডিপোর আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। জল জমে থাকলে দ্রুত তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন।

এর পর ইএসআই হাসপাতালে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। বর্ষার সময়ে হাসপাতাল চত্বরে মশার বংশবিস্তার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে যাতে ডেঙ্গি সংক্রমণের আশঙ্কা না-বাড়ে, সে দিকেও নজর রাখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডেঙ্গি পরিস্থিতিতে শহরের সরকারি পরিবহণ পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে জল জমা ও মশার বংশবিস্তার ঠেকানোই এখন প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

ববির সংস্থায় হানা বিজেপি সরকারের গড়া কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ আলিপুরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মালিকানাধীন দু'টি সংস্থায় তল্লাশি চালাল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশন। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউ আলিপুরের টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওই দুটি দফতরে আচমকাই হাজির হন কমিশনের সদস্যরা। যৌথ এই অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিল নিউ আলিপুর থানার পুলিশবাহিনীও। সংস্থাগুলির সম্পত্তির উৎস এবং এর পেছনে কোনও বড় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

তদন্ত কমিশন সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে যে দু'টি দপ্তরে অভিযান চালানো হয়, সেগুলি হল 'হাকিম পলিমেকার' এবং 'হাকিম কেমিক্যালস'। সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দু'টি সংস্থারই মালিক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজনৈতিক মহলে 'ববি' নামে পরিচিত ফিরহাদ হাকিম।

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে তাণ্ডব, বিজেপি-পুলিশের বিরুদ্ধে সরব

নিজস্ব প্রতিবেদন: গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়ে ঢুকে তাণ্ডব, ভাঙচুর ও কর্মীদের মারধরের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। বুধবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক লহমায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তিলোত্তমার রাজনীতি। তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের অভিযোগ, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিজেপির গুন্ডারাই পরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালিয়েছে। শুধু কার্যালয়ের আসবাবপত্র তছনছ করাই নয়, সেখানে উপস্থিত কর্মীদের মারধর করে তাঁদের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই হামলার রেশ কাটতে না-কাটতেই ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নিজের 'এক্স' হ্যান্ডলে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজের ক্লিপিংস শেয়ার করে একযোগে বিজেপি এবং রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

সূত্রের খবর, বুধবার রাতে প্রতিদিনের মতোই ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পাহারায় ছিলেন অভিষেকের একদল কর্মী। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে হঠাৎই সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতি অফিসে জোর করে অফিসে ঢুকে পড়ে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ওপর প্রথমে চড়াও হয় তারা। একে একে কর্মীদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা বাইরে কারও সাথে যোগাযোগ করতে না পারেন।

বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের মর্যাদাপূর্ণ বিবেকানন্দ হলে বিদ্যা ভারতী বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যা থেকে সংস্কৃতি, সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্রনির্মাণ, এই মূল দর্শনকে সামনে রেখে সংগঠনটি ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন, গভীর জ্ঞান এবং দেশাত্মবোধের উপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছে। এই বার্ষিক সমাবেশে কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় সেবার আদর্শে নিবেদিত মানুষ গড়ে তোলার সম্মিলিত লক্ষ্য আরও একবার সামনে উঠে আসে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র;এই চারটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই বিদ্যা ভারতীর বৃহত্তর ভাবনা।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর উপস্থিতি মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার প্রতি রাজ্যের স্বীকৃতির বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দেয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান এবং দেশের ও রাজ্যের আরও অনেক মানুষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা ধীরে ধীরে বিদ্যা ভারতীকে একটি বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত করেছেন। আমি চাই, আগামী এক বছরের মধ্যে বিদ্যা ভারতীর বিদ্যা মন্দির বা স্কুলের সংখ্যা ১,০০০-এ পৌঁছয়। প্রতিটি শহর, প্রতিটি পঞ্চায়েত, প্রতিটি মহকুমা এবং প্রতিটি জেলা সদর এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যা মন্দিরের পরিকাঠামো-সহ স্কুল গড়ে তুলতে হবে এবং পড়ুয়াদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শতবর্ষে মহানায়ক

A CENTURY OF STARDOM

এক চিরন্তন কিংবদন্তীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাঙালির রূপোলি পর্দার অবিসংবাদিত সম্রাট **মহানায়ক উত্তমকুমারের** জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর অসামান্য শিল্পসৃষ্টি এবং অবিস্মরণীয় কীর্তি আমাদের অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। **মহানায়ক উত্তমকুমারের** এই স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে চিরভাস্বর করে রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজন করেছে এক বর্ণাঢ্য মহোৎসব।

বিশেষ আকর্ষণ

৪ সেপ্টেম্বর
নিউ টাউনে
উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

উত্তমকুমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

- **নন্দন-১, নন্দন-২ ও রাধা স্টুডিওতে** চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা (উদ্বোধনী ছবি সত্যজিৎ রায়ের **'নায়ক'**)

বিশেষ অনুষ্ঠান (৪ - ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)

- রবীন্দ্রসদনে উত্তমকুমারের সহ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান - **'কাছে রবে'**
- **ডাকটিকিট ও খাম প্রকাশ**
- **তথ্যচিত্র প্রদর্শন**
- **আলোচনা সভা, প্রদর্শনী**

অনুষ্ঠানের সূচী

নন্দন ১

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৪:০০	নায়ক	১১৭ মি
	৬:৩০	ঝিন্দের বন্দী	১০৩ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:০০	জতুগৃহ	১৩০ মি
	৪:৩০	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	১৩০ মি
	৭:০০	বনপলাশির পদাবলী	১৪০ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:০০	হারানো সুর	১৪৬ মি
	৫:৩০	সন্ন্যাসী রাজা	১৩৯ মি

নন্দন ২

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৫:০০	রক্ত তিলক	১৫৪ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:৩০	অগ্নীশ্বর	১২২ মি
	৫:০০	এন্টনি ফিরিঙ্গী	১৫৭ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:৩০	শেষ অঙ্ক	১৩১ মি
	৫:০০	বিচারক	১২১ মি

রাধা স্টুডিও

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৫:০০	দেয়া নেয়া (৩৫ এমএম)	১০৭ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:৩০	হারানো সুর (৩৫ এমএম)	১৪৬ মি
	৫:০০	রক্ত তিলক	১৫৪ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:৩০	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	১৩০ মি
	৫:০০	নায়ক	১১৭ মি

**সময়সূচি পরিবর্তনসাপেক্ষ।

আয়োজনে : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

ICA-D1348(23)/2026

সম্পাদকীয়

সর্বনাশা রিলসের নেশা কাড়ছে প্রাণ, হুঁশ কি আদৌ ফিরবে?

সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস এখন প্রচলিত ট্রেন্ড। রিলস বানিয়ে রোজগার করাটা এখন ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রতিদিনই বাড়ছে এই রিলস বানানোর নেশা। আর অভিনব কায়দায় রিলস বানাতে গিয়ে ঘটছে সর্বনাশ। যাচ্ছে প্রাণও। কিন্তু হুঁশ ফিরছে না কারও। না আম জনতা, না প্রশাসন। সবাই দিবানিদ্রায়। তাই সর্বনাশা রিলস কেড়ে নিচ্ছে একের পর তাজা প্রাণ। এই তালিকায় সর্বশেষ উদাহরণ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট। সম্প্রতি গঙ্গার ওই ঘাটে বিপজ্জনক ভাবে রিলস বানাতে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন শিবপুরের তরতাজা যুবক। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার একদম পাড়ে দাঁড়িয়ে রিলস বানাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় অসাবধানতাবশতঃ পড়ে যান এবং গঙ্গায় তলিয়ে যান হাওড়ার শিবপুরের বাসিন্দা শেখ মহম্মদ তৌহিদ আক্রম (৩০)। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করার আগেই প্রচণ্ড স্রোতে তলিয়ে যান তিনি। খবর পেয়ে রিভার ট্রাফিক পুলিশ এসে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তার দেহ খুঁজে পায়নি। এই সব ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে। কিন্তু এর থেকে কেউ কোনও শিক্ষা নিচ্ছেন কি, প্রশ্ন সেটাই। নিলে নিশ্চয় এই সব ঘটনা প্রতিদিন ঘটত না। শুধু কি রিলস, মোবাইলের আরও একটি সর্বনেশে দিক হল ফোন কানে রাস্তা বা রেললাইন পার হওয়া। এভাবেও যাচ্ছে একের পর প্রাণ।।পুলিশ, প্রশাসনের তরফে এই নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচার চললেও কাজ যে খুব একটা হচ্ছে না, তার প্রমাণ দিচ্ছে প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যম। ফোন কানে লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মাঝেমধ্যেই ঘটছে। কিম্তু তাও বেপরোয়া আম জনতা। এই রোগ আবার জেন জি-র মধ্যেই বেশি। কোনও কথাই তারা কানে তুলতে নারাজ। রিলসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জেন জি এই নেশায় এমন বুঁদ হয়ে রয়েছে যে মোবাইল কেন্দ্রীক এই মৃত্যুমিছিল ঠেকানো যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, এর শেষ কোথায়? এক কথায় উত্তর, কেউ জানে না। এর সমাধান এখন ভাবতে হবে প্রশাসনকেই। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি শুরু হয়, ততই ভালো। নাহলে আরও কয়েকটা প্রাণ হয়তো চলে যাবে।

শব্দছক ২৫৯

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. সির্ভি-র সাধক সাধুবাবা ৪. গ্রীষ্মের জনপ্রিয় রসাল ফল ৬. অতি দ্রুত ৭. হিন্দীতে সাম্মানিক ৯. বাহান্ন কার্ডের খেলা ১০. যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দিয়ে অঙ্কের কাজকর্ম ১১. পেট্রোলিয়ামজাত বস্ত্র উপকরণ ১২. মন্দ প্রকৃতির ১৪. তোতলানো ১৫. গোষ্ঠী ১৬. সুন্দরী রমণী ১৭. অকর্মা ব্যক্তি ১৮. বিছানা ১৯. মহাদেব

ওপর-নিচ: ১. সন্ধ্যাকাল ২. ইষ্টক ৩. অরণ্যের বুনো মহিষ ৫. মালিক ৮. হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত এক ঐতিহাসিক শহর ৯. রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্পে দুই অশরীরী ১২. অপযশ ১৩. উযপন্ন শস্যের ভান্ডার ১৪. গগন ১৭. তুরগ

সমাধান ২৫৮ — পাশাপাশি: ১. অভিধান ৩. মাদুর ৫. কালা ৬. আনমনা ৯. গজ ১০. নকুল ১১. বিরাজ ১৩. টব ১৪. লবকুশ ১৮. রপ্ত ১৯. রাবণ ২০. ঝলক

ওপর-নিচ: ১. অরি ২. ধারন ৩. মালা ৪. রং ৫ কানা ৬. আজ ৭. মন্দিরা ৮. আঁকুপাঁকু ৯. জল ১৫. বকুল ১৬. শর ১৭. ঘরা

আজকের দিন

■ **১৯৪৬** — জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বেভারতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল।

■ **১৯৭২** — আমেরিকান সাঁতারু মার্ক স্পিৎজ মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে তাঁর ঐতিহাসিক সপ্তম স্বর্ণপদক জয় করেন।

জন্মদিন

১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুশীল কুমার শিন্ডের জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋষি কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কিরণ মোরের জন্মদিন।*

ঋষি কাপুর

জন্মাষ্টমী: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ধর্মীয় তাৎপর্য ও বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রভাব

বেবি চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল জন্মাষ্টমী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও আনন্দের। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি হিসেবে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসেবে মান্য করা হয়। তাঁর জীবন, কর্ম, দর্শন ও শিক্ষা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং লোকসংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

জন্মাষ্টমী শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়, অশুভ শক্তির বিনাশ এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অত্যাচারী রাজা কংসের কাহিনি, কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের বন্দিজীবন, গোকুলে কৃষ্ণের শৈশব এবং পরবর্তীকালে তাঁর অসংখ্য লীলার স্মৃতি। তাই জন্মাষ্টমীর সঙ্গে ভক্তি, আবেগ, বিশ্বাস এবং আনন্দ;সবকিছুই একসূত্রে যুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনি

পুরাণ অনুসারে, মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক। তিনি নিজের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে মথুরার রাজা হন। কংসের বোন ছিলেন দেবকী। দেবকীর বিবাহ হয় যাদববংশীয় মহাপুরুষ বসুদেবের সঙ্গে।

বিবাহের পর দেবকী ও বসুদেবকে রথে করে নিয়ে যাওয়ার সময় আকাশবাণী হয়;দেবকীর অষ্টম সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কংস ভীত হয়ে ওঠেন। তিনি দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেব তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দেবকীর প্রত্যেক সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন।

এরপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করেন। একে একে তাঁদের সন্তানদের জন্ম হতে থাকে এবং কংস তাঁদের হত্যা করতে থাকে। এভাবেই দেবকীর প্রথম ছয় সন্তান কংসের হাতে নিহত হয়। সপ্তম সন্তান বলরামকে যোগমায়ার প্রভাবে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

অবশেষে দেবকীর অষ্টম সন্তান হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। সেই সময় ছিল গভীর রাত। চারদিকে ছিল অন্ধকার এবং মথুরার কারাগারে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। পুরাণের কাহিনি অনুসারে, কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের দরজা খুলে যায় এবং প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বসুদেব নবজাতক কৃষ্ণকে একটি ঝুড়িতে রেখে যমুনা নদী পার হয়ে গোকুলে পৌঁছান। সেখানে নন্দ ও যশোদার ঘরে সদ্য জন্ম নেওয়া কন্যাশিশুর সঙ্গে কৃষ্ণকে বদলে দেন তিনি। এরপর কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেব মথুরায় ফিরে আসেন।

কংস যখন সেই কন্যাশিশুটিকে হত্যা করতে উদ্যত হন, তখন শিশুটি তাঁর হাত থেকে মুক্ত হয়ে দেবীর রূপ ধারণ করে তাঁকে সতর্ক করে দেয় যে তাঁর মৃত্যুর কারণ ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্ম নিয়েছে। এভাবেই কৃষ্ণের শৈশবের সূচনা হয় গোকুলে।

কৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলা

গোকুলে নন্দ ও যশোদার স্নেহে কৃষ্ণ বড় হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর শৈশবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য আকর্ষণীয় কাহিনি। দুষ্টুমি, হাসি, আনন্দ এবং অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ভরা ছিল তাঁর বাল্যজীবন।

কৃষ্ণের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচয় হল 'মাখনচোর'। গোপিনীদের ঘর থেকে মাখন চুরি করে খাওয়া এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার গল্প আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কৃষ্ণের এই দুষ্টুমির মধ্যেও ভক্তরা গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পান। তাঁদের কাছে কৃষ্ণের মাখনচুরি আসলে ভক্তের হৃদয় চুরির প্রতীক।

কৃষ্ণের বাঁশির সুরও ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর বাঁশির সুরে গোপী, গোপাল এবং বৃন্দাবনের মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেতেন বলে পুরাণ ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভাবধারায় ভক্তি ও আত্মসমর্পণের অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠে।

শৈশবেই কৃষ্ণ নানা অসুরের বিনাশ করেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। পুতনা, তৃণাবর্ত, বকাসুর, অঘাসুর প্রমুখ অসুরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কাহিনি কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় বহন করে।

কংসবধ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা

কৃষ্ণ বড় হওয়ার পর তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়। কংস বিভিন্ন উপায়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হননি। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এসে কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে পরাজিত ও বধ করেন।

কংসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মথুরাবাসী অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে। এই ঘটনাটি জন্মাষ্টমীর তাৎপর্যকে আরও গভীর করে। কৃষ্ণের জন্ম কেবল একজন দেবতার জন্ম নয়; এটি অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আবির্ভাবের প্রতীক।

হিন্দু ধর্মীয় দর্শনে এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন পৃথিবীতে অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ন্যায় ও সত্য বিপন্ন হয়, তখন ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন;শ্রীকৃষ্ণের জীবন সেই বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান উদাহরণ।

ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব শুধু তাঁর পৌরাণিক জীবনকাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দর্শন ভারতীয় চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন কৃষ্ণ তাঁকে যে উপদেশ দেন, তা 'ভগবদ্গীতা' নামে পরিচিত।

ভগবদ্গীতায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, আত্মা, কর্তব্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের কর্তব্য পালন করতে বলেন এবং কর্মের ফলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না হওয়ার শিক্ষা দেন।

কৃষ্ণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল;মানুষের কর্তব্য থেকে পলায়ন নয়, বরং সৎভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করা। জীবনে সাফল্য বা ব্যর্থতা আসতেই পারে, কিন্তু ন্যায় ও কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

এই শিক্ষা আজও মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিক। কর্মজীবন, পরিবার, সমাজ কিংবা ব্যক্তিগত সংকট;সব ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের উপদেশ মানুষকে আত্মবিশ্বাস, সংযম এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।

জন্মাষ্টমীর ধর্মীয় তাৎপর্য

জন্মাষ্টমী মূলত ভক্তি ও ঈশ্বরস্মরণের উৎসব। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি স্মরণ করলে জীবনে শান্তি ও পুণ্য লাভ হয়। অনেক মানুষ এই দিনে উপবাস পালন করেন। কেউ সম্পূর্ণ নির্জলা উপবাস করেন, আবার কেউ ফল, দুধ বা নির্দিষ্ট সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ করে উপবাস পালন করেন।

জন্মাষ্টমীর বিশেষ আকর্ষণ হল মধ্যরাতের পূজা। বিশ্বাস অনুযায়ী, কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মধ্যরাতে। তাই অনেক মন্দিরে রাত বারোটার সময় কৃষ্ণের জন্মমুহূর্ত উদ্‌যাপন করা হয়। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, কীর্তন এবং 'হরে কৃষ্ণ' নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ভক্তরা কৃষ্ণের জন্মকে স্বাগত জানান।

কৃষ্ণের মূর্তিকে দুধ, দই, মধু, ঘি ও জল দিয়ে স্নান করানো হয়। এই আচারকে অনেক ক্ষেত্রে অভিষেক বলা হয়। এরপর তাঁকে নতুন পোশাক, অলংকার এবং ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

জন্মাষ্টমীর উপবাস

জন্মাষ্টমীর একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল উপবাস। ভক্তরা শরীর ও মনকে সংযত রেখে ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। উপবাসের মূল উদ্দেশ্য কেবল খাবার না খাওয়া নয়; আত্মসংযম, মনঃসংযোগ এবং আধ্যাত্মিক সাধনাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অনেক পরিবারে এই দিনে নিরামিষ খাবার রান্না করা হয়। ফল, দুধ, দই, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশসহ নানা ধরনের প্রসাদ তৈরি করা হয়। কৃষ্ণের প্রিয় খাদ্য হিসেবে মাখন, দুধ ও দইয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

মন্দিরে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। মন্দিরগুলোতে বিশেষ সাজসজ্জা করা হয়। কৃষ্ণের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত মথুরা ও বৃন্দাবনে এই উৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়।

মন্দিরে সারাদিন ধরে ভজন, কীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তরা কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের মূর্তি দর্শন করেন। অনেক জায়গায় কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ঝাঁকি বা দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়।

শিশুদের কৃষ্ণের পোশাকে সাজানোর রীতিও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছোট ছেলেদের অনেক সময় কৃষ্ণের মতো সাজিয়ে হাতে বাঁশি দেওয়া হয় এবং মাথায় ময়ূরের পালক পরানো হয়। মেয়েদের রাধার পোশাকে সাজানো হয়। এতে উৎসবের আনন্দ আরও বেড়ে যায়।

দহি-হান্ডি ও জন্মাষ্টমী

মহারাষ্ট্রসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মাষ্টমীর সঙ্গে 'দহি-হান্ডি' উৎসবের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কৃষ্ণের মাখন ও দই চুরির শৈশবকাহিনিকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

দহি-হান্ডিতে একটি উঁচু স্থানে দই বা মাখনভর্তি হাঁড়ি ঝোলানো হয়। তরুণরা দলবদ্ধ হয়ে মানবপিরামিড তৈরি করে সেই হাঁড়ি ভাঙার চেষ্টা করেন। সফল হলে চারদিকে আনন্দ ও উল্লাস শুরু হয়।

বর্তমানে দহি-হান্ডি অনেক জায়গায় বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দল এতে অংশ নেয় এবং দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। তবে এই ধরনের অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় জন্মাষ্টমীর উৎসবের সঙ্গে বৈষ্ণব সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নবদ্বীপ, মায়াপুর এবং বাংলার বিভিন্ন বৈষ্ণব মঠ ও মন্দিরে জন্মাষ্টমী বিশেষভাবে পালিত হয়।

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি, কীর্তন ও কৃষ্ণভক্তিমূলক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, লীলা ও ভক্তির নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধারা বাংলায় কৃষ্ণভক্তির প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

জন্মাষ্টমীর দিনে অনেক বাড়িতে কৃষ্ণের ছোট মূর্তি বা ছবি সাজানো হয়। ফুল, আলপনা, প্রদীপ ও বিভিন্ন সাজসজ্জার মাধ্যমে পূজার স্থান সুন্দর করে তোলা হয়। অনেক পরিবারে মধ্যরাতে কৃষ্ণের জন্মের পর পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণ ও রাধার সাংস্কৃতিক প্রভাব

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের এক অমর বিষয়। তাঁদের সম্পর্ককে শুধু পার্থিব প্রেম হিসেবে দেখা হয় না; বৈষ্ণব দর্শনে এটি ভক্ত ও ঈশ্বরের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়।

বাংলার পদাবলি কীর্তন থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোকগান, কবিতা, চিত্রকলা ও নাটকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের নানা রূপ ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণের বাঁশি, বৃন্দাবনের কদমগাছ, যমুনার তীর এবং গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা;এসব চিত্র ভারতীয় সাংস্কৃতিক কল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

জন্মাষ্টমীর সময় এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মন্দিরে কীর্তন, বাড়িতে ভজন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষ্ণের জীবন ও দর্শন মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়।

শিশুদের কাছে জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব

শিশুদের জন্য জন্মাষ্টমী আনন্দের একটি বিশেষ উৎসব। কৃষ্ণের দুষ্টুমি, মাখনচুরি, গোপালরূপ এবং বাঁশির গল্প শিশুদের সহজেই আকৃষ্ট করে। অনেক স্কুলে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণ-রাধা সাজ প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এর মাধ্যমে শিশুরা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানতে পারে না; ভারতীয় পুরাণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত হয়।

তবে শিশুদের কাছে জন্মাষ্টমীর শিক্ষা যেন শুধু সাজসজ্জা বা আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। কৃষ্ণের জীবনের নৈতিক শিক্ষা;সত্য, সাহস, বন্ধুত্ব, কর্তব্যবোধ, ন্যায় এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা;শিশুদের মধ্যে তুলে ধরা যেতে পারে।

জন্মাষ্টমীর সামাজিক গুরুত্ব

যেকোনো ধর্মীয় উৎসবের মতো জন্মাষ্টমীও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মন্দির ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এই উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ, দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাদ্য ও পোশাক বিতরণ, ধর্মীয় আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উৎসব মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ায়। পরিবার ও আত্মীয়স্বজন একত্রিত হন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন। এই সামাজিক বন্ধন মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আধুনিক সময়ে জন্মাষ্টমীর মতো উৎসবকে মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণের শিক্ষা যদি মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, ন্যায়বোধ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াতে পারে, তবে উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে।

পরিবেশবান্ধব জন্মাষ্টমী

বর্তমানে উৎসব পালনের ক্ষেত্রে পরিবেশের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। অতিরিক্ত প্লাস্টিকের ব্যবহার, শব্দদূষণ, অপচয় এবং অপরিকল্পিত সাজসজ্জা পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে।

তাই জন্মাষ্টমীতে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফুল, মাটি, কাপড়, কাগজ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী দিয়ে সাজসজ্জা করা যায়। প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া প্রসাদ বা খাবারের অপচয় না করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে রান্না করা এবং অতিরিক্ত খাবার দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এতে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বও যুক্ত হয়।

জন্মাষ্টমী আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও দর্শন থেকে বহু শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস থাকতে হবে। কংসের মতো অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে কৃষ্ণের সংগ্রাম ন্যায়ের প্রতীক।

দ্বিতীয়ত, জীবনে নিজের কর্তব্য পালন করা জরুরি। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ কর্মের গুরুত্বের কথা বলেছেন। মানুষের উচিত নিজের দায়িত্ব সৎভাবে পালন করা এবং ফলাফল নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হওয়া।

তৃতীয়ত, জীবনে ভারসাম্য প্রয়োজন। কৃষ্ণ ছিলেন একদিকে যোদ্ধা ও কূটনীতিক, অন্যদিকে ছিলেন বাঁশিবাদক, বন্ধু ও প্রেমের প্রতীক। তাঁর চরিত্রে জীবনের নানা দিকের সমন্বয় দেখা যায়।

চতুর্থত, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা কৃষ্ণভক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের অহংকার কমিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা তাঁর দর্শনে পাওয়া যায়।

আধুনিক সমাজে জন্মাষ্টমীর প্রাসঙ্গিকতা

আজকের পৃথিবী প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত হলেও মানুষের জীবনে উদ্বেগ, প্রতিযোগিতা, মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণের দর্শন নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।

কৃষ্ণের কর্মযোগ মানুষকে শেখায় যে নিজের কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা মানুষের নিজের হাতে।

তাঁর শিক্ষা মানুষকে মানসিক স্থিরতার কথাও মনে করিয়ে দেয়। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

এছাড়া কৃষ্ণের জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্যায়ের সামনে নীরব থাকা সবসময় সমাধান নয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে হয়।

জন্মাষ্টমী শুধু শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উদ্‌যাপনের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষ্ণের জন্মকাহিনি আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর বাল্যলীলা আমাদের আনন্দ, সরলতা ও ভালোবাসার কথা শেখায়। আর ভগবদ্গীতার শিক্ষা আমাদের কর্তব্য, কর্ম, আত্মসংযম ও নৈতিকতার পথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।

জন্মাষ্টমীর মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কীর্তন, ভজন এবং 'হরে কৃষ্ণ' নামসংকীর্তনের মধ্যে তাই শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, একটি গভীর সাংস্কৃতিক স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। গোকুলের ছোট্ট গোপাল থেকে কুরুক্ষেত্রের সারথি; শ্রীকৃষ্ণের জীবন ভারতীয় মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসে বহুকাল ধরে জীবন্ত।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব তখনই আরও বৃদ্ধি পাবে, যখন উৎসবের বাহ্যিক আনন্দের পাশাপাশি কৃষ্ণের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষাগুলিও আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারব। সত্য, ন্যায়, কর্তব্য, ভালোবাসা, সাহস ও আত্মসংযম;এই মূল্যবোধগুলোই জন্মাষ্টমীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

তাই জন্মাষ্টমী আসলে শুধু একটি তিথি নয়; এটি মানুষের অন্তরে ন্যায় ও শুভবোধের জন্মেরও প্রতীক। অন্ধকারের মধ্যে যেমন কৃষ্ণের আবির্ভাবের কাহিনি নতুন আলোর বার্তা বহন করে, তেমনই আমাদের জীবনেও অন্যায়, হতাশা ও অস্থিরতার অন্ধকার দূর করে সত্য, শান্তি ও মানবিকতার আলো জ্বালানোর অনুপ্রেরণা দেয় জন্মাষ্টমী।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ভালোবাসা শুধু অন্ধ করে না, চোখও খুলে দেয়। অপছন্দের মানুষকেও ভালোবাসলে তার গুণগুলো চোখে পড়ে, দোষগুলো গুরুত্ব হারায়। বাস না করলে ভালোটা বোঝা যায় না। ভালোতে বাসই তো ভালোবাসা।

কোট-আনকোট

কে হামলা করেছে সেটা দেখতে হবে। যতবারই ভাঙচুর হয়েছে, ডিম মারা হয়েছে তখন দেখা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকজনই করেছে। নিজেদের লোকজনকেই সামলাতে পারে না। তা না হলে আপনাদের বিভিন্ন দল হয়! ঋতব্রত তৃণমূল, এই তৃণমূল, অভিষেকের তৃণমূল, কতগুলো তৃণমূল?

অগ্নিমিত্রা পল, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভূতনিতে গঙ্গার জল বেড়ে ভাঙল বাঁধ

মানিকচকে বন্যার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভূতনিতে গঙ্গার বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করায় তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাঁধের ভাঙা অংশের এলাকা পরিদর্শন করে সেচ দপ্তর এবং মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল। তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন বিজেপি বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল। এদিন ভূতনির কেশরপুর কালুটনটোলা এলাকায় যান বিধায়ক-সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে পরপর গঙ্গার জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়া পরপর দুটি রিং বাঁধ এবং সেই বাঁধের অংশ দিয়ে ভূতনির সংরক্ষিত এলাকায় হু হু করে জল ঢোকার পরিস্থিতি তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'গত বছর এই সময়ে ভূতনির কেশরপুর থেকে কালুটন ঘটোলা এলাকা পর্যন্ত প্রায় ১৮০০ মিটার রিং বাঁধ ১৪ কোটি টাকা খরচে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে কাজ করায়, আজকে বাঁধ ভেঙেছে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থ তছরুপ করা হয়েছে। তৃণমূলের জামানাতেই এইসব দুর্নীতি হয়েছে বলে আজকে ভূতনি এলাকায় দুর্যোগ পোহাতে হচ্ছে। তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল আটকানোর চেষ্টা চলছে।' কেশরপুর এলাকার বাসিন্দা বিফল মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডলদের বক্তব্য, 'গত বছর গোটা ভূতনি বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সেই সময় তড়িঘড়ি একটি বাঁধ তৈরি করা হয়। এখন সেই বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। আবার যদি বন্যা হয় তাহলে আমরা যাব কোথায়? প্রতি বছর বন্যা হবে আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে আমাদের মতোন লক্ষাধিক সাধারণ মানুষকে।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'যেহেতু বিহারে জল বাড়ছে তাই সেই জল এই এলাকার নদীর দিয়েই প্রবাহিত হয়। বাঁধ তৈরির কাজ নিয়ে বিগত দিনে চরম দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু এখন ডবল ইঞ্জিনের সরকার ক্ষমতায় থেকেও ভূতনির বন্যা ভাঙন পরিস্থিতির সমাধান করতে পারেনি।' তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রের বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা এসে ভূতনির ভাঙন সমস্যা স্থায়ী প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন কোথায় তারা? আমরা চাই রাজনীতি না করে দ্রুত বন্যা পরিস্থিতির প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক।'

দামোদরে তীব্র জলস্ফীতি

জামালপুরে বন্ধ খেয়া পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দামোদর নদে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার পরই তীব্র জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে নদ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। নতুন করে জল বৃদ্ধি হওয়ায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন নদ তীরবর্তী বাসিন্দা থেকে শুরু করে নদের বাঁধ সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষ। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের শিয়ালী, মাসিয়ালী, কোরা এবং অমরপুর এই এলাকাগুলিতে জল ছাড়লেই প্লাবনের চিত্র ফুটে ওঠে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, নদী পারাপারের মূল মাধ্যম অস্থায়ী সেতুটি বর্ষার শুরুতেই ভেঙে যায়। ফলে ওপারে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল খেয়া পারাপার। কিন্তু দামোদরের জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়তে থাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং নদ পারাপার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার গ্রামবাসী। এদিকে এই আতঙ্কের আবহেই জামালপুরের ফুলমালায় প্রতিবছরের মতো এবারও চলছে ঐতিহ্যবাহী ঝুলন উৎসব। উৎসবের প্রাঙ্গণটি নদীর একেবারে কোল ঘেঁষেই অবস্থিত। তাই উৎসবের ভিড়ে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে তাদের নজরদারি চালানো হচ্ছে। রাতের অন্ধকারেই জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি প্রভাত চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং মাইক হাতে নেমে পড়েন প্রচার অভিযানে। মেলা প্রাঙ্গণ ও দামোদর তীরবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি ঘোষণা করেন, 'কোনো অবস্থাতেই যেন কেউ বাঁধের ধারে ঘোরাফেরা না করেন।' পাশাপাশি, এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি এড়াতে মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যেও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই মুহূর্তে কেউ দামোদরে মাছ ধরতে না নামেন। জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি কতটা মারাত্মক রূপ নেবে, সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে জামালপুরের দামোদর পাড়ের মানুষদের। সব মিলিয়ে, জল ছাড়ার ফলে বর্তমানে বড়সড় বিপদের মুখে দামোদর তীরবর্তী গোটা এলাকা।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি নতুন বিভাগ চালুর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

বাড়তে পারে ভর্তির সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৭ টি নতুন বিষয় চালুর অনুমোদন দ্রুত দেওয়ার আশ্বাস মিলল মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে। একই সঙ্গে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময়সীমা প্রয়োজনে আরও এক মাস বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় জেলার শিক্ষা মহলে ব্যাপক আশার সঞ্চার হয়েছে।

গত বুধবার বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর প্রণব ঘোষ তাঁর প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা ও পরিকাঠামোগত বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। বর্তমানে নিজস্ব ভবন না থাকায় একটি পুরনো বাড়িতে মাত্র তিনটি বিষয় নিয়ে পঠনপাঠন চলছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, শিক্ষা, রসায়ন, ভূগোল ও দর্শন এই ৭টি নতুন বিভাগ চালু করা হবে আবেদন জানানো হলেও এখনও অনুমোদন মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতায় ফিরে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে জন্মাষ্টমীর আগেই এই অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে ৩০ সেপ্টেম্বর ভর্তির শেষ সময়সীমা থাকলেও প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এক মাস সময় দেওয়া হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে। নতুন বিভাগগুলিতে ভর্তির সুযোগ তৈরি হলে জেলার পড়ুয়াদের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ভবন নির্মাণ নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বালুরঘাটের মাহিনগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১১ একর জমি বরাদ্দ থাকলেও কাছেই বিমানবন্দর থাকায় ভবনের উচ্চতা সংক্রান্ত বিধি মেনে নকশা তৈরি করতে হবে। পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন, যা রাজ্য সরকার দেবে এবং পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদদের কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ডঃ রিপন সাহা জানান, এই ৭টি নতুন বিভাগ চালু হলে জেলার বহু শিক্ষার্থী নিজেদের পছন্দের বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে, যা জেলার শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে উপাচার্য প্রফেসর প্রণব ঘোষের ভূমিকার পাশাপাশি বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়ের সক্রিয় প্রচেষ্টার কথাও উঠে এসেছে।

দামোদরের গ্রাসে দুর্গাপুরের হুচুকডাঙা পিকনিক স্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দামোদরের জলস্তর বাড়তেই জলের তলায় চলে গেল দুর্গাপুরের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের হুচুকডাঙা পিকনিক স্পট। পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরই দামোদরের জলস্তর দ্রুত বাড়তে শুরু করে। আর তার জেরেই প্লাবিত হয়ে পড়ে হুচুকডাঙা পিকনিক স্পটের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় চলে গিয়েছে পিকনিক স্পটের কটেজ, খেলার মাঠ এবং শিশুদের পার্ক। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলস্তর আরও বেড়ে যাওয়ায় কটেজে থাকা পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জলের প্রবল স্রোতে কটেজে থাকা বেশ কিছু সামগ্রীও ভেসে যায় দামোদরের জলে। চোখের সামনেই ধীরে ধীরে জলের তলায় চলে যায় গোটা পিকনিক স্পট। জলস্তর আরও বাড়ার আশঙ্কায় উদ্বেগে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। দামোদরের জলস্তর এবং পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে কেমন জল ছাড়ার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নতুন করে জল বাড়লে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

হুগলিতে বিপুল মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলিতে একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয়, ফ্রিজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে পচা মাংস, আবার রাখা কেজি কেজি মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির, রঙ মেশানো হচ্ছে জনপ্রিয় খাবার বিরিয়ানিতে। বৃহস্পতিবার রিষড়ায় একটি জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকানে অভিযান চালান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সেখানে আধিকারিকরা দেখেন, মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমন রঙ মেশানো হচ্ছে বিরিয়ানিতে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারকে ওই রঙ মেশানো বিরিয়ানি ফেলে দিতে বলেন। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা দেখান যে বিরিয়ানিতে যে রঙ মেশানো হয়েছে হলুদ রঙ আনার জন্য, তা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালার। এগুলি সাধারণত কাঠ, গ্রিলে রঙ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। প্যাকেটে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'নট ফর হিউম্যান কনজাম্পশন'। এই রঙ যদি মানুষের পেটে যায়, তাহলে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। আধিকারিকরা বলেন, 'মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এসব না খেতে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হচ্ছে। খাদ্য বিধি না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হুগলিতে বিভিন্ন দোকানে দেখা গেছে, যতগুলো ফ্রিজ সবেতেই ডাঁই করা মাংস। কোনওটায় ছাতা পরেছে, কোনওটায় আবার জমাট বেঁধে আছে রক্ত। অস্বাস্থ্যকর মাংসের যেন সম্ভার দাদপুরের হোটেলে। হুগলির দাদপুর থানার মহেশ্বরপুরে জাতীয় সড়কের পাশের একাধিক হোটেল রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় জেলা স্বাস্থ্য দফতরের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা। কোনও হোটেলে দেখা যায় দুধে মাছি পরে থাকতে। কোথাও আবার ফ্রিজ খুলতেই দেখা যায়, থরে থরে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরা মাংস। হোটেল কর্তৃপক্ষ এই মাংস দুই দিন আগে কেনা হয়েছে বলে দাবি করলেও, তার স্বপক্ষে কোনও বিল দেখাতে পারেনি। ছাতা পরে যাওয়া মাংস, সিদ্ধ করা মাংসও ফ্রিজে জমা করে রাখা হয়েছে দেখা যায়। খারাপ মাংস বিক্রি করতে নিষেধ করে যান আধিকারিকরা। পাশাপাশি কাসুন্দি-সস যেগুলি খাওয়া হয়, সেগুলি স্বাস্থ্যকর কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে স্যাম্পেল নিয়ে যান আধিকারিকরা।

ইন্দাস বাজারে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিরিয়ানি তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে পুকুরের দূষিত জল! তার সঙ্গে খাবারে মেশানো হচ্ছে ক্ষতিকারক রং, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন ফুড সেফটি অফিসার, বাঁকুড়ার ইন্দাস বাজারের ঘটনা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রীতি সময়ে খাদ্য দপ্তরকে ধমক দিয়েছেন তাদের দায়িত্বে গাফিলতি নিয়ে। এরপরেই তৎপরতা দেখা গেল পাত্রসায়েরের ফুট সেফটি অফিসারের। এদিন ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বাজারের দোকানে দোকানে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। অভিযোগ, খাবার তৈরির ক্ষেত্রে এমন জল ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পাশাপাশি বিরিয়ানিতে এমন রং ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। ঘটনার আরও চাঞ্চল্যকর দিক হল, ইন্দাস বিডিও অফিস থেকেই ওই দোকান থেকে খাবারের অর্ডার করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ফুড সেফটি অফিসারের বক্তব্য শোনার পরই সেই খাবারের অর্ডার বাতিল করা হয়। অর্থাৎ সরকারি দপ্তরের কর্মীদের জন্য যে খাবার যাওয়ার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এদিকে ফুড সেফটি অফিসার দোকানে অভিযান চালালেও দোকানের মালিককে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। তার দোকানে ফুড সেফটি অফিসারের হানার খবর পেয়ে তিনি দোকানে আসেননি বলে জানা গেছে। তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখছে না প্রশাসন। ফুড সেফটি দপ্তরের পক্ষ থেকে দোকানের মালিককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সাত দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এই সময়ের মধ্যে খাবার তৈরির পরিবেশ, জল এবং খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এমনকি নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার মুখেও পড়তে হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Bipa Mondal**, Father's Name - **Pradip Mondal**, of Vill - Palasha, PO - Kalikapur, PS - Katwa, Dist - Purba Bardhaman, Who has been missing since 13.05.2023, at about 05.00 hrs, Residential area under Katwa PS, Description of this Missing person is: **Age** - 21 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 2 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Black Kurti & Jeans, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1342(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম পুনঃনির্ধারণ করেছেন।

এর ফলে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল, যা কলকাতা - বিধাননগরের স্থানীয় বিক্রেতার কাছে ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বা তার পরে পৌঁছেবে, তার দাম লিটার প্রতি ৬৪ টাকা ০৬ পয়সা থেকে ৬৪ টাকা ৬৭ পয়সার মধ্যে হবে।

আদেশানুসারে,
অধিকর্তা, ভোগ্যপণ্য অধিকার

ICA- N 231(3)/2026

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN : L65993WB1970PLC027781

রেজি. অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৮ম ফ্লোর), কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন নম্বর : (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০, ফ্যাক্স নম্বর : (০৩৩) ২২৮৭-০৩৪৭

ই-মেইল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

কোম্পানির ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৫৫তম (পঞ্চান্নতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম" বা "সভা") আগামী সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে সভা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে ("বিজ্ঞপ্তি") নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক তার ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২/২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ০৯/২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লেখিত)-এর মাধ্যমে এমসিএ সার্কুলার এবং সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন")-এর প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") মেনে কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে।

লিস্টিং রেগুলেশনস এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ"), অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) বা কোনো ডিপোজিটরি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং যারা শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধারণ করছেন। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcredititd.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানেও পাঠানো হয়েছে যাতে তারা তাদের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com-এ এটি প্রচার করতে পারে। বিজ্ঞপ্তিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড ('সিডিএসএল') -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে। সভা, কাট-অফ তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য সদস্যদের কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা ১১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে "ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস" (ইংরেজি) এবং "একদিন" (বাংলা)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞাপনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানেও পাঠানো হয়েছে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারগুলির মধ্যে সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সহ ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের আর্থিক বিবরণী সম্বলিত কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। অধিকন্তু, যে সকল শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে কোম্পানি একটি পত্র পাঠাচ্ছে যেখানে একটি ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া আছে (যাতে সঠিক পথ উল্লেখ আছে) যেখান থেকে বিজ্ঞপ্তি এবং সমন্বিত প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে :

১. আইন-এর ধারা ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর সাপেক্ষে তার সদস্যদের সিডিএসএল-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রদান করা হয়েছে।

২. বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে। যে সদস্যদের নাম সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে, যা কাট-অফ তারিখ, মেম্বারস রেজিস্টারে/ বেনিফিসিয়াল ওনার্স লিস্টে থাকবে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশন(গুলি)-এ একবার ভোট(গুলি) দেওয়া হলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯টা আইএসটি) শুরু হবে এবং রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ৫টা আইএসটি) শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মডিউলটি রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

৩. এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা www.evotingindia.com-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারাও ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি সিডিএসএল-কে www.evotingindia.com-এ বা কোম্পানিকে unitedcreditltd@gmail.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগে থেকেই সিডিএসএল -এর সাথে নিবন্ধিত আছেন, তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

৫. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত (ওই দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য বিনামূল্যে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা সেগুলি পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক তারা তাদের নাম এবং ফোলিও নম্বর/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে unitedcreditltd@gmail.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

৬. সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল লিখতে পারেন বা ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, এভিপি, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন.এম. যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (ইস্ট), মুম্বই-৪০০০১৩-কে সম্বোধন করে পাঠানো যেতে পারে।

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ ট্রান্সফার এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো সংক্রান্ত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর HO/38/13/11(2)2026-MIRSDPOD//3750/2026-এর প্রতিও সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যার কপি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে। স্পেশাল উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হবে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালি সোনি
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নম্বর - এ৬৫৬৫২)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৮/১, শেক্সপিয়র সরণি, ১ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০১৭

CIN : L14109WB1988PLC043934

ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৬/৭ ই-মেইল : cs@umaexports.net.in

ওয়েবসাইট : www.umaexports.net.in

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানির ৩৮তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলারস") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলারস") কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন সার্কুলারের সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধান অনুসারে আগামী শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মকুব করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যারা নির্দিষ্টভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন, তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বেছে নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৮তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি যথাসময়ে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত একটি পত্র পাঠানো হবে।

৩৮তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.umaexports.net.in/, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই এবং এনএসই -এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ উপলব্ধ থাকবে এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও যথাসময়ে উপলব্ধ হবে।

সদস্যদের কোম্পানির ৩৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের উপর ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ই-ভোটিং বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এই সময়কালে, কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্য ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেননি এবং যারা ভোট দেওয়ায় অবরুদ্ধ নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের যত শীঘ্র সম্ভব তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপি) কাছে ডিম্যাট ফর্মে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে;

খ) ফিজিক্যাল ফর্মে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে :

(১) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে টি-৩৪ ২য় ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ II, নিউ দিল্লি-১১০০২০ ঠিকানায় ফোলিও নম্বরের বিবরণ এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ লেখার মাধ্যমে; অথবা

(২) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে info@masserv.com-এ ই-মেইল পাঠানোর মাধ্যমে।

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাও শুধুমাত্র ৩৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির সীমিত উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্মৃতি সিংহ রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ফর্ম নং ইউআরসি-২

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড -এর অধীনে নিবন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, রেজিস্ট্রার অফ সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা - ১২২০৫০)-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে মেসার্স বিপি সিন্ডিকেট নামক একটি অংশীদারি ফার্মকে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড -এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করা যেতে পারে।

২. প্রস্তাবিত কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
অন্যান্য কমিশন এজেন্টদের এন.ই.সি. কার্যকলাপ : (যার মধ্যে পাইকারি বাণিজ্যের জন্য উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত কমিশন এজেন্টরাও অন্তর্ভুক্ত)

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের একটি কপি কাজের সময় ১৮০, ২য় ফ্লোর, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ফার্মের কার্যালয়ে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তি থাকা যেকোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা ১২২০৫০)-এর কাছে লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে পারেন এবং তার একটি কপি ফার্ম অর্থাৎ প্রস্তাবিত কোম্পানির উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

স্বা/-	স্বা/-	পক্ষে এবং জন্য
পঙ্কজ কুমার পোদ্দার	ঋষভ পোদ্দার	মেসার্স বিপি সিন্ডিকেট
অংশীদার	অংশীদার	স্বা/-

Reliance

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382

নিবন্ধিত কার্যালয় : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩

ইমেল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com

ফোন : ০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬, ওয়েবসাইট : www.reliancejute.com

সংযোজনী বিজ্ঞপ্তি

সূত্র নং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি, তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এটি রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি. দ্বারা প্রকাশিত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সূত্র ধরে, যা কোম্পানির ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পাঠানো মূল বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত সংযোজনগুলি করা হয়েছে

বিশেষ কার্যাবলী -এর অধীনে ১২ নং আইটেম হিসেবে, মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর অবজেক্ট ক্লজ পরিবর্তনের জন্য একটি রেজোলিউশন বিজ্ঞপ্তিতে যুক্ত করা হয়েছে, যা কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা বিশেষ রেজোলিউশন হিসেবে পাস করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মূল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী এবং বিবরণ অপরিবর্তিত রয়েছে।

এই বিষয়ে সংযোজনী বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া হয়েছে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com-এ আপলোড করা হয়েছে।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, সংশোধন, বা সংযোজনী বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে, অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.reliancejute.com দেখুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

SHREE GANESH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED

Registration No. 23/RTAH/LIG of 2007, dated 19-02-2007

Registered Address: 32A/33, Suren Sarkar Road, 1st Floor, Kolkata 700 010.

Plot Address: Plot No. DB/79, Premises No. 10-0290, Action Area- I, New Town, Kolkata-700156.

Election to the Board of Directors of Shree Ganesh Co-operative Housing Society Ltd. is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on12.10.2026. In this regard draft voter list/members list is published on 24.08.2026 as below:

Name of Members	Father's/Husband's Name	Serial No.	Date of membership
Jasim Khan	S/o, Yusuf Khan	9	05.08.2021
Juned Khan	S/o, Yusuf Khan	10	05.08.2021
Wasim Khan	S/o, Yusuf Khan	11	05.08.2021
Raja Khan	S/o, Yusuf Khan	12	05.08.2021
Mamata Sultana	W/o, Altaf Hossain Hazary	13	15.11.2022
Arkadyuti Sinha	S/o, Bhabesh Chandra Sinha	15	15.11.2022
Yusuf Khan	S/o, Md Siddque	17	08.12.2024
Papia Mridha	W/o,Ratan Mridha	18	08.12.2024

Notice is hereby given that any objections regarding members of the Shree Ganesh Co-operative Housing Society Ltd. Must be lodged on or before 14.09.2026. Objections must be submitted in person during working hours on any office day (10.00AM to 5:00 PM) to Sri Ashit Kumar Das, CDO,RATH Cell & Assistant Returning Officer, located at WBHIDCO Bhawan, Ground Floor, office of the Returning Officer and JRCS, RTAH Cell.

BY ORDER
ASHIT KUMAR DAS
CDO & ARO, SHREE GANESH CHS LTD.

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লি.

CIN : L17125WB1983PLC036209

রেজি. অফিস : ২য় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৯

কর্পোরেট অফিস : জি-০৫, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্লট নং এসইউ, এলএসসি বি-ব্লক আরজি সিটি সেন্টার, লরেন্স রোড, দিল্লি-১১০০৩৫

ইমেল আইডি : info@hindusthancreditcapital.com,

ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com ফোন নং : +৯১ ৯৫৬০০৯৬০৬৯

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৪৩তম এজিএম) আগামী শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্স/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়, যা অনুমোদিত মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hindusthancreditcapital.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর বিধানের সাথে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের কোম্পানির ৪৩তম এজিএম-এ পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করছে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা আয়োজিত ই-ভোটিং সুবিধা নিযুক্ত করেছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, রিমোট ই-ভোটিং বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯ টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এরপর ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ৪৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সাধারণ এবং বিশেষ কার্যাবলীর উপর ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র যে ব্যক্তির নাম মেম্বারস রেজিস্টারে / বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে থাকবে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং / ৪৩তম এজিএম-এ ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যিনি কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১.০৯.২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@nsdlindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতেও প্রদান করা হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nsdlindia.com-এ উপলব্ধ। যদি সদস্য আগে থেকেই এনএসডিএল ই-ভোটিংয়ের সাথে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত হতে পারেন তবে সভায় পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি এবং এজিএম-এ সশরীরে বা প্রক্সির মাধ্যমে উপস্থিত আছেন তারা এজিএম-এ ব্যালট / পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যার জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী দেখুন বা এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com পরিদর্শন করুন। কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা evoting@nsdl.co.in-এ উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা নির্ধারিত ইমেল আইডি অর্থাৎ helpdesk.evoting@nsdlindia.com-এ ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা নির্ধারিত ইমেল ঠিকানা evoting@nsdl.com-এ বা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ টেলিফোন নম্বরে শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩য় ফ্লোর, নামন চেম্বার, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫১-এর কাছে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

এজিএম-এর আগে / চলাকালীন লগইন করতে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সদস্যরা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে বা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ টোল ফ্রি নম্বরে কল করে এনএসডিএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
হিমাংশু গর্গ
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন - ০৮০৫৫৬১৬

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬
স্থান : দিল্লি

টানা বৃষ্টি ও জলাধারের জলে ঘাটালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টির পাশাপাশি জলাধার থেকে জল ছাড়ায় শিলাবতী নদীর জলস্তর বেড়েছে। নদীর জলে প্লাবিত ঘাটাল শহর ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার নিচু অংশ। জলমগ্ন হয়েছে সমস্ত রাজ্য সড়ক ও চাষের জমি। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা বলতে শুধু নৌকা। টানা বৃষ্টি ও জলাধার থেকে জল ছাড়ার জেরে ঘাটালে এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফুলেফেঁপে উঠেছে ঘাটালের নদীগুলি। নদী উপচে জল ঢুকতে শুরু করেছে ঘাটাল পুরসভা-সহ বিস্তীর্ণ গ্রামীণ নিচু

এলাকায়। রাজ্য সড়ক জলের তলায় চলে যাওয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এখন ডিঙি ও নৌকা।

নিম্নচাপের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়া জলের সাঁড়াশি চাপে কার্যত বেহাল পরিস্থিতি ঘাটাল মহকুমার। নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় প্লাবিত ঘাটাল শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকা। ডুবে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি, নষ্ট হচ্ছে ফসল। ঘাটাল পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন। ইতিমধ্যেই ঘাটাল পৌরসভার ১ থেকে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় জল ঢুকেছে। ঘাটাল পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আড়গোড়া এলাকায় রাজ্য সড়ক প্লাবিত হয়েছে। ওই এলাকায় রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে কোমর সমান জল বইছে। ফলে বন্ধ হয়েছে যান চলাচল। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডিঙি ও নৌকোয় যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। একই ছবি ঘাটালের গ্রামীণ এলাকাতেও। অজবনগর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচু এলাকাগুলি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বাড়িঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ায় ত্রাণ ও উদ্ধারের আশায় দিন গুণছেন জলবন্দি বাসিন্দারা। বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছে প্রশাসন।

ডিভিসি জল ছাড়ায় প্লাবন-আতঙ্ক খানাকুলে

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু নিচু এলাকায় জল প্রবেশ করায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'পরিস্থিতির দিকে আমরা প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছি। ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ায় নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিচু এলাকার মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোথাও যাতে মানুষ বিপদে না পড়েন, তার জন্য আগাম সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ফেরিঘাট এবং নদীপথে বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে। নৌকায় যাতায়াতের সময় প্রত্যেককে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। পর্যাপ্ত নৌকা ও বোট প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হবে।'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে টানা বৃষ্টি। তার উপর ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টির জেরে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানোয় নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে। ক্রমশ বাড়ছে দ্বারকেশ্বর, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ-সহ একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। ইতিমধ্যেই খানাকুলের বিস্তীর্ণ নিচু এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাত থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। নদী ও ফেরিঘাটগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। নদীপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত নৌকা ও বোট প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। খানাকুলের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে নদীপথে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করছেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। পানশিউলি, মাড়োখানা, সুন্দরপুর, শশাপোতা, নতিবপুর, গণেশপুর, চিংড়া, রঞ্জিতবাটি, জয়রামপুর, জগৎপুর-সহ একাধিক এলাকায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হবে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর জলস্তর আরও বাড়লে খানাকুলের বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে।

১৯ দিনেও ভরাট হল না ২০ ফুটের 'মৃত্যুফাঁদ'!

রঘুনাথচকে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: ২০ ফুট গভীর ধস, কেটে গিয়েছে ১৯ দিন। তবু গর্ত ভরাটে প্রশাসনের কোনও তৎপরতা নেই! মৃত্যুর আতঙ্ক মাথায় নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন রানিগঞ্জের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথচক দুর্যাদপাড়ার বাসিন্দারা। ক্ষোভে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে নামেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ১০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই বিপজ্জনক ধস। ওই এলাকায় ব্রিটিশ আমলের পুরনো খনি থাকায় অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা তোলার পর বালি ভরাট না করাতেই বারবার ধস নামছে বলে দাবি তাঁদের। এর আগেও ২০২৩ সালে ষষ্ঠীতলায় একই ধরনের ধসের ঘটনা ঘটেছিল। আরও উদ্বেগের বিষয়, ধসস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে ঘন জনবসতি, আইসিডিএস কেন্দ্র ও স্কুল। ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ঘটনার পর পুলিশ ব্যারিকেড করলেও ১৯ দিনেও গর্ত ভরাটে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় এদিন প্রায় আধঘণ্টা মেদিনীপুর রোড অবরোধ করেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, 'আর কতদিন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাঁচব?' পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠলেও দ্রুত বালি ভরাট করে এলাকা সুরক্ষিত না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

দ্বীপাঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হল ২৫ প্রসূতিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: যত সময় যাচ্ছে হাওড়ায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ডিভিসি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়ায় ইতিমধ্যেই হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং হাওড়ার দ্বীপাঞ্চল আমতা দু'নম্বর ব্লকের ঘোড়াবেড়িয়া-চিৎনান ও ভাঁটোরা গ্রাম পঞ্চায়েত দুটিতে মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছে। আমতা দু'নম্বর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সমস্তরকম ব্যবস্থা মোতায়েন রাখা হয়েছে। কাঁচা বাড়ি রয়েছে এমন প্রায় ৩০টি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ২৫জন প্রসূতিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের দেখভালের জন্য আশা কর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে উদয়নারায়ণপুরে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসেন হাওড়া জেলাশাসক ডাঃ পি দীপাপ প্রিয়া। সঙ্গে ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা। উদয়নারায়ণপুরের কয়েকটি পয়েন্ট ঘুরে বাঁধের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ দেন। তবে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানোর কথাও জানান তিনি।

দুর্গাপুরে পচা খাবারের কারবারে কড়া কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পচা খাবার থেকে অনুমোদনহীন ফুড কালার একাধিক দোকানে জরিমানা, বাজেয়াপ্ত সামগ্রী। শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবারের মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ফের কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই দুর্গাপুরের একাধিক এলাকায় কার্যত চিরুনি তল্লাশি চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। চন্ডিদাস, প্রান্তিকা, পাঁচমাথা মোড়, বেনাচিতি-সহ বিভিন্ন এলাকায় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে অভিযান চালিয়ে সামনে এল একাধিক অনিয়ম। কোথাও ফুড লাইসেন্স নেই, কোথাও আবার মিলল পচা খাদ্যসামগ্রী। অভিযানে বেশ কয়েকটি দোকানকে জরিমানা করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় পচা খাবার এবং অনুমোদনহীন ফুড কালার। খাদ্যসামগ্রীর গুণমান থেকে শুরু করে সংরক্ষণ পদ্ধতি, রান্নাঘরের স্বাস্থ্যবিধি এবং বৈধ ফুড লাইসেন্স সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন একাধিক দোকানে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম না মানার অভিযোগ সামনে আসে। বিশেষ করে ফুড লাইসেন্স না থাকা এবং খাদ্যসামগ্রী সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার বিষয়টি নজরে আসে আধিকারিকদের। নিয়মভঙ্গের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। শুধু জরিমানাতেই থেমে থাকেনি প্রশাসন। বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে পচা খাদ্যসামগ্রী এবং অনুমোদনহীন ফুড কালার উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে অভিযানের পর শহরের খাবারের দোকানগুলিতে নতুন করে তৈরি হয়েছে চাপা আতঙ্ক। শহরবাসীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না এই বার্তাই এদিনের অভিযানের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিল প্রশাসন। খাদ্যসামগ্রীর গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

সাংসদ কল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের তাঁরই প্রাক্তন জামাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন জামাই কবীরশঙ্কর বোসের দাবি, ২০২০ সালে ডিসেম্বর মাসে তাঁর উপরে হামলা হয়েছিল, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা করিয়েছিলেন। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা তথা কল্যাণেরই প্রাক্তন জামাই কবীরশঙ্কর বোস। প্রায় ২০০ জন তৃণমূল কর্মী তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছিলেন সে দিন। তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। কবীরের দাবি, সেই সময় তিনি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করে তাঁকে নির্দোষ বলে জানিয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর থানায় কল্যাণ-সহ তৃণমূল কাউন্সিলার পাপ্পু সিং (তিনি এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবিরের হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি), রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তার তদন্তে নেমে আকাশ পাত্র নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল গেরুয়া বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি। প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সৌমেন সরকার। তাঁর লক্ষ্য কালুপুর পঞ্চায়েতকে মডেল পঞ্চায়েত গড়ার। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। ২৯ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ সদস্যের সমর্থন নিয়ে পঞ্চায়েতের বোর্ড গড়ল তারা। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ টি আসন পায় তৃণমূল এবং ১১ টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূলের ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান পদত্যাগ করেন। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ৩ জন পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থনে এবং নিজেদের ১১ জন সদস্যের সমর্থনে মোট ১৪ সদস্যের সমর্থন নিয়ে পঞ্চায়েত গড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি। কালুপুর পঞ্চায়েতকে বনগাঁ ব্লকের মধ্যে মডেল পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য বলে জানালেন সদ্য প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া সৌমেন সরকার। বিজেপি পঞ্চায়েত গড়তেই বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে নতুন প্রধানকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানান। বিধায়ক জানিয়েছেন, 'কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য।'

দুর্গাপুর ব্যারেজের ছাড়া জলে প্লাবনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ফের বাড়ছে দামোদর নদে জলস্তর। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। সেই জল এসে পৌঁছাচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজে। বৃহস্পতিবার সকাল নটা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৫ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়লে ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণও বাড়ানো হতে পারে। জল ছাড়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়লে নিম্ন দামোদর এলাকার বিভিন্ন অংশে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে সম্ভাব্য প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সেচ দপ্তর।

মেদিনীপুরে 'জাতীয় এসসি-এসটি বিজনেস মিট'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের নবীন উদ্যোগপতিদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হলো 'জাতীয় এসসি-এসটি বিজনেস মিট'। ভারত সরকারের উদ্যোগে ও বেঙ্গল চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যৌথ সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরের শহীদ ক্ষুদিরাম পরিকল্পনা ভবনে এই বিশেষ ব্যবসায়িক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলার আদিবাসী, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগকারীদের কাছে এই বিজনেস মিট হয়ে ওঠে এক বলিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ ও অনুপ্রেরণাদায়ক মঞ্চ। সম্মেলনে ব্যবসা শুরু করা থেকে শুরু করে ব্যবসার প্রসার, সরকারি সুযোগ-সুবিধা, ঋণ, লাইসেন্স, কর ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সরাসরি বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পান উপস্থিত ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এনএসআইসি লিমিটেডের জোনাল জেনারেল ম্যানেজার ড. অনুপম গায়েন-সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকরা তাদের বক্তব্যে উদ্যোগপতিদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিজনেস মিটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক বিষয়ে সরাসরি পরামর্শ প্রদান। জেলার ব্যবসায়ী ও নবীন উদ্যোগপতিদের জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, ব্যাংক লোন-সহ সরকারি বিভিন্ন স্কিম বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে নতুন উদ্যোগপতিদের যে সমস্ত প্রশাসনিক জটিলতা ও তথ্যের অভাবের মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলির কিভাবে সহজে মোকাবিলা করা যায়, সেই বিষয়েও উপস্থিত আধিকারিকরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে পাওয়া যাবে এবং ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তার জন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে, সে বিষয়েও উদ্যোগপতিদের সচেতন করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং, ব্যবসায়ীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং উদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত, কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।

এই ধরনের বিজনেস মিটের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নবীন উদ্যোগপতিদের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা নতুন বাজার ও ব্যবসায়িক সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, আর্থিক সহায়তা, সরকারি প্রকল্প এবং অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ আরও সহজ হবে। বিশেষ করে জেলার আদিবাসী ও তফসিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের নবীন উদ্যোগপতিদের জন্য এই সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন উপস্থিত ব্যবসায়ী ও অংশগ্রহণকারীরা। আয়োজকদের আশা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোগপতিদের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে নতুন শিল্প ও ব্যবসা গড়ে উঠবে। তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

ম্যানহোলে আর মানুষ নয়, নামবে রোবট: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সাফাইয়ে রোবোটিক্সে জোর রাজ্যের, সিএমইআরআই-এর সঙ্গে মউ-এর উদ্যোগ বিপজ্জনক কাজে কর্মী নামালেই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এফআইআর। ম্যানহোলের বিষাক্ত অন্ধকারে আর নামতে হবে না সাফাইকর্মীদের। মানুষের বদলে এবার নামবে যন্ত্র, বিপজ্জনক সাফাইয়ের কাজে জোর দেওয়া হবে রোবোটিক্সে। দুর্গাপুরের সিএমইআরআই-তে সাফাইকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এসে এই বার্তাই দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

ম্যানহোলের ভিতরের স্লাজ ও বর্জ্য ইতিমধ্যেই বিশেষ যন্ত্রে সাকশন পদ্ধতিতে তুলে আনার কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে স্লাজ থেকে জল আলাদা করার ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে কর্মীকে ভিতরে নামানোর প্রয়োজন নেই। প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে সিএমইআরআই-এর সঙ্গে মউ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আর নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষা করে ঠিকাদার কর্মীকে ম্যানহোলে নামালে এফআইআর-এর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭, মোবাইল নং : ৭৯৮০৯২০২৫৩ এবং ৭৯৮০৩৫১৫২১
ওয়েবসাইট- www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতারা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লেখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলির সাথে যে কোনো লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর উক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রাপ্তব্য সময়ের বিষয়ে ২০০২ সালের অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	মেসার্স রহমান সার্ভিস স্টেশন স্বত্বাধিকারী - শাহিন হোসেন (ঋণগ্রহীতা) মেসার্স সোহানা এন্টারপ্রাইজ (সহ-ঋণগ্রহীতা) সাইফুর রহমান (সহ-ঋণগ্রহীতা) রুমানা নার্গিস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৯৪, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৪০০, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৭০ এবং ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৮৭	১) ২৯-০৬-২০২৬ ২) ০১-০৯-২০২৬ ৩) ১,৩৬,৮৭,৬৫৯.০০ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার ছশো উনষাট টাকা) যা ১০-০৩-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (০৯-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)।	**প্রপার্টি ১.** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১১ ডেসিমেল (কমবেশি ৪৭৯২ বর্গফুট-এর সমতুল্য) পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত প্রায় ৪০০ বর্গফুট পরিমাপের একতলা পাকা বাড়ি, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫২৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫০, জে.এল. নং ২০-এর অধীনে, মৌজা- বেনা, থানা- বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে- সাইফুর রহমানের অন্যের জমি, দক্ষিণে- ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া পিডব্লিউডি পাকা রাস্তা, পূর্বে- তৌহিদ আলী মন্ডল, পশ্চিমে- আনারুল হক এবং অন্যদের সম্পত্তি। **প্রপার্টি ২.** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৭.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত কাঠামো, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬২৬১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫০, জে.এল. নং ২০-এর অধীনে, মৌজা- বেনা, থানা- বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, পিন-৭৪৩৪০১। সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে- পাকা রাস্তা, দক্ষিণে- শাহাদাত হোসেন এবং অন্যান্য, পূর্বে- সাইফুল রহমানের জমি, পশ্চিমে- গোলাম মোস্তফা এবং অন্যদের জমি।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬; মোবাইল নং :৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক ১. শ্রী হরিদাস দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং ১৪৬৯৬৫১১০০০০০২৬৮)-কে অনুমোদিত আর্থিক সহায়তা খেলাপ সংঘটিত - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর অধীনে এবং রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা (যাঁদের এতদপর "উক্ত ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-কে নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
২) উক্ত নোটিশগুলি ডাক কর্তৃপক্ষ দ্বারা হয় অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/বা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দ্বারা যথাযথভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই দাবি বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনা কার্যকর করছে। তাই নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার প্রাঙ্গণে এই নোটিশটি সাঁটানোর ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত নোটিশের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা-সহ ঋণগ্রহীতা চাইলে যেকোনো কার্যদিবসে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত কপিগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরোক্ত পটভূমির বিপরীতে, উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে এতদ্বারা আবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নির্দেশিত/প্রদেয় অর্থ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-কে প্রদান করতে হবে। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি নীচে বর্ণিত নিম্নলিখিত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করেছে

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) সাঁটানোর তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	১) ঋণগ্রহীতা শ্রী হরিদাস দত্ত জামিনদাতা - শ্রীমতী কল্পনা দত্ত ২) ১৪৬৯৬৫১১০০০০০২৬৮	১) ১১-০৭-২০২৫ ২) ০১-০৯-২০২৬ ৩) ১৯,৩৫,১১৮.৩৮ টাকা (উনিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো আঠারো টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) যা ০২.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (০১.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ)।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্থাবর সম্পত্তি যার পরিমাপ কমবেশি ০৪.০৬ ডেসিমেল পথ সহ (৪.২৯০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যা প্লট নং ১ হিসেবে চিহ্নিত এবং ০.৩৪০ ডেসিমেল পরিমাপের পথের জমি, যা প্লট নং ৬ হিসেবে চিহ্নিত, যা চেইন টাইটেল ডিড-এর সাথে সংযুক্ত) এবং এর সাথে থাকা একটি ভবন, যা জে.এল. নং ৪৩, তৌজি নং ৬০০, রে. সা. নং ১৩৩, পূর্বতন খতিয়ান নং ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, ১০১৬, ১১০৫৫, বর্তমান খতিয়ান নং ১২৮৮৩ (হরিদাস দত্ত-এর নামে রয়েছে), এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১২৮৮২ (কল্পনা দত্ত-এর নামে রয়েছে), আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫০০৪-এর অন্তর্ভুক্ত, বসিরহাট পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ৬৯২/৬২৯, যদুনাথ বসু রোড, গ্রাম- বসিরহাট, সাইঁপালা (রবীন্দ্র ভবনের কাছে), পোঃ- বসিরহাট, এডিএসআরও ও থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত, জমির প্রকৃতি "বাস্তু"। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : পুরসড়ক, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অচিন্ত্য ব্যানার্জীর জমি, পশ্চিমে : সনৎ কুমার বসুর জমি।

*উপরে উল্লিখিত তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হার/বিরতিতে সম্মত অতিরিক্ত সুদ সহ প্রদেয়।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-কে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফায়েশি অ্যাক্ট এবং রুলস-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নিজস্ব ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৫) অধিকন্তু, সুরক্ষিত সম্পদের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রাপ্তব্য সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৬) উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি অ্যাক্ট বা রুলস-এর বিধান লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করেন তিনি অ্যাক্টের সেকশন ২৯-এর অধীনে প্রদত্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন।

তারিখ : ০৪-০৯-২০২৬, স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১,
ই-মেইল: zoberhampore@indianbank.bank.in

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ এবং ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) -এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০২.০৭.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের:
১. **মেসার্স বেডলন, প্রোপ্রাইটর: মিঠু রায়,** নগেন্দ্র নগর, ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১০১।
২. **শ্রীমতী মিঠু রায় (প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রী রানা রায়, নগেন্দ্র নগর, ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০১।
৩. **শ্রী রানা রায় (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী মতিলাল রায়, নগেন্দ্র নগর, ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১০১।
আমাদের **কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখার** সাথে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৩৩,৩৩,৮২৬.০০ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) যা **০২.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিটির সাথে যে কোনো লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর **৩৪,২৭,৪৯০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশো নব্বই টাকা মাত্র) যা **০৩.০৯.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
"সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটির উপর আপনার দায়মুক্ত হওয়ার অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২.৭৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত ভবন, যা প্লট নং এস৩৫৫ (S355), আর.এস.-২৬১/২৩৩১১, এল.আর.-৫০৮, খতিয়ান নং এস-৮০, এল.আর.-৩৫২৯, আর.এস.-৬৮২৪ থেকে ৪৫৪৮৪, বর্তমান এল.আর.-৪৮০১২, জে.এল. নং ৯২, মৌজা - কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, জমির প্রকৃতি "বাড়ি", যা ওয়ার্ড নং ২৪, এম. জি. রোড, নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১ ১০১-এ ২৬.১০.২০১৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১-৭৬৬৯ এবং ০৭.০৪.২০১৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১-২৫৯৬ অনুযায়ী নিবন্ধিত। **উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: জোসেফ রোজারিও-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে: এম. জি. রোড, পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কৃষ্ণনগর **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১,
ই-মেইল: zoberhampore@indianbank.bank.in

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৪.০২.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের:
১. **শ্রী সনাতন জোয়ারদার (ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** পিতা- মৃত বৈকর্তন জোয়ারদার, গ্রাম ও পোঃ - ছাতিনা, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১৬০।
২. **শ্রী দীপক জোয়ারদার (গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** পিতা- মৃত বৈকর্তন জোয়ারদার, গ্রাম ও পোঃ - ছাতিনা, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১৬০।
৩. **শ্রী বিকাশ জোয়ারদার (গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** পিতা- মৃত বৈকর্তন জোয়ারদার, গ্রাম ও পোঃ - ছাতিনা, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১৬০।
আমাদের **তেহট্ট শাখার** সাথে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **১০,৬০,৯৭৪.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার নয়শো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) যা **০৪.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিটির সাথে যে কোনো লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর **১১,৪৩,০৫৭.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র) যা **০৩.০৯.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
"সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটির উপর আপনার দায়মুক্ত হওয়ার অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৪ শতক বা ০.১৪ একর পরিমাপের (কমবেশি) জমি এবং তার উপর অবস্থিত পাকা দোতলা আবাসিক ভবন এবং গুদামঘর, যা ০১/০৩/১৯৯৫ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১৩৪৩ অনুযায়ী নিবন্ধিত, নদীয়া জেলায়, থানা - তেহট্ট, মৌজা ছাতিনা নং ৯৮, প্লট নং আর.এস. ৮৫৬, এল.আর.- ৭৮৮, খতিয়ান নং ১৭৮ -এর অধীনে, এল.আর.-৫৫৭, বর্তমান এল.আর.-১৪৮৮, ১৪২৪, ১৪৯০, নটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জমির প্রকৃতি ভিটি, থানা - তেহট্ট, এডিএসআরও - পলাশীপাড়া, ডিএসআর - নদীয়া, কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি সনাতন জোয়ারদার, দীপক জোয়ারদার এবং বিকাশ জোয়ারদারের নামে রয়েছে। সীমানা:** উত্তরে - মৃত আনন্দ মন্ডলের আইনি উত্তরাধিকারীদের বাড়ি, দক্ষিণে - শম্ভুনাথ গোস্বামী এবং রামচন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে - পিডব্লিউডি পিচ রাস্তা, পশ্চিমে - সনাতন জোয়ারদার এবং অন্যদের সম্পত্তি।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬ / স্থান: তেহট্ট **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ রাঘব চাড্ডার নাম

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চলছে পঞ্জাবে। আর তার পরেই আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকায় নেই রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডার নাম। যে সমস্ত ভোটারের ঠিকানা পাকাপাকি ভাবে বদলে গিয়েছে, তাঁদের তালিকায় অবশ্য তাঁর নাম পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে নিজের পুরনো দল আম আদমি পার্টি (আপ)-র হাত রয়েছে বলে মনে করছেন বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাঘব।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই পঞ্জাবের আপ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাঘব। বৃহস্পতিবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'এটা কোনও নিছক প্রশাসনিক ত্রুটি নয়। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনা।' রাজ্যসভার এই সাংসদের অভিযোগ, যাঁরা দল ছেড়েছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আপ। রাঘবের কথায়, 'আমি দুর্নীতিগ্রস্ত আম আদমি পার্টি ছাড়ার পরেই সে দলের নেতৃত্ব রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।'

গত ১৩ অগস্ট পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে মোট ২০ লক্ষ ৬৬ হাজার ভোটারের নাম। এসআইআর-এর অধীনে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর রাজ্যের প্রাক্‌-এসআইআর ভোটার তালিকার প্রায় ৯.৬৩ শতাংশ নাম বাদ পড়েছে। অনুপস্থিত, অন্যত্র স্থানান্তরিত, মৃত কিংবা দুই জায়গায় নাম রয়েছে এমন ভোটারদের তালিকায় রয়েছে রাঘবের নাম। রাঘব জানিয়েছেন, তিনি পঞ্জাবের মোহালির ভোটার। সেখানকার ভোটার হিসেবেই তালিকায় নাম নথিভুক্ত ছিল তাঁর। অক্টোবরে পঞ্জাবের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। নাম যোগ বা বাদ দেওয়ার জন্য ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন জানানো যাবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে তিনি ফের সে রাজ্যের ভোটার হিসাবে নাম তোলার আর্জি জানাবেন বলে জানিয়েছেন রাঘব। এসআইআর-এর নিয়ম অনুযায়ী সাংসদ, বিধায়ক এবং অন্য জনপ্রতিনিধিদের নাম 'সংরক্ষিত তালিকায়' রাখার বিধি রয়েছে বলে দাবি করেছেন রাঘব। কিন্তু পঞ্জাবের আপ সরকার কমিশনের সেই বিধিও লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ অধুনা বিজেপি সাংসদ রাঘবের।

রাঘবের অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে আপ। সমাজমাধ্যমে একটি পাল্টা পোস্ট করে কেজরিওয়ালের দল জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার দায়িত্বে রয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তাই খসড়া তালিকায় কার নাম থাকবে আর কার থাকবে না, সেই বিষয়েও তাদের কোনও ভূমিকা নেই বলে দাবি করেছে আপ। একই সঙ্গে তাদের দাবি, অবৈধ উপায়ে দিল্লির ভোটার হিসেবে নাম তোলার চেষ্টা করছিলেন রাঘব। কিন্তু তাতে সফল না-হয়ে বিজেপির ওই রাজ্যসভার সাংসদ পঞ্জাবের আপ সরকারকে দায়ী করছেন বলে অভিযোগ কেজরির দলের।

এনসিপিআই সাংসদদের আরও সময় স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা কালীঘাট তৃণমূলের আর্জিকে উপেক্ষা করে এনসিপিআই সাংসদদের পাশেই দাঁড়ালেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তৃণমূল ছেড়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়-সহ ২০ জন সাংসদ এনসিপিআইতে যোগ দেওয়ার পরও স্বীকৃতি না মেলায় এনিয়ে বেশ জটিলতা ও রাজনৈতিক তরজা তৈরি হয়। স্পিকার ওম বিড়লা তাঁদের বক্তব্য জানতে চেয়েছিলেন ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কিন্তু তাঁরা আরও সময় চেয়ে আবেদন করেন স্পিকারের কাছে। সেই আবেদন মঞ্জুর করে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে ২০ জন এনসিপিআই সাংসদকে আরও তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল। অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁরা জবাব দেওয়ার জন্য সময় পেলেন। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, যিনি নিজেও এনসিপিআই-তে নাম লিখিয়েছেন, তিনি জানিয়েছেন, আরও ২১ দিন সময় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। লোকসভার সচিবালয় তা মেনে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে। তবে বিদ্রোহী সাংসদদের আরেকটি সূত্রের দাবি, সবাই ২১ দিন নয়, কেউ কেউ ১৪ দিনও সময় চেয়েছিলেন। তবে লোকসভা সচিবালয় থেকে তিন সপ্তাহই সময় দেওয়া হয়েছে। আসলে তৃণমূল ছাড়ার পর থেকে নিজেদের সংসদীয় এলাকাতেও কিছুটা ক্ষোভের মুখে পড়েছেন সাংসদরা। খাতায়-কলমে এখনও তাঁরা তৃণমূল, অথচ কাজে 'স্বীকৃতিহীন' এনসিপিআই। এমন ভাসমান অবস্থায় যাকে বলে, 'না ঘরকা না ঘাটকা' পরিস্থিতিতে ২০ সাংসদ। কিন্তু তাতেই জটিলতা বেড়েছে। এখন জবাব দেওয়ার জন্য আরও সময় পেয়েছেন তাঁরা।

'শান্তির বার্তা' নিয়ে কিয়েভে জয়শংকর

কিয়েভ, ৩ সেপ্টেম্বর: চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এখনও মেলেনি স্থায়ী সমাধান। রক্তাক্ত যুদ্ধে লিপ্ত দুই দেশ। কূটনৈতিক উদ্যোগে একাধিকবার সংঘাত থামানোর চেষ্টা হলেও, তা বিফল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার শান্তির বার্তা নিয়ে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ইউক্রেন ও পোল্যান্ড সফরে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কিয়েভে পৌঁছে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছাড়াও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ, কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, জয়শংকর জানিয়ে দিয়েছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু ই নয়, প্রয়োজনে ভারত মধ্যস্থতা করতেও রাজি বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটিই জয়শংকরের প্রথম ইউক্রেন সফর।

নতুন ভূমিকায় অভিনন্দন বর্তমান

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ভারতীয় বায়ুসেনার সেই প্রাক্তন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমান। সূত্রের খবর, বাহিনী থেকে অবসরের পর এক বেসরকারি উড়ান সংস্থায় যোগ দিয়েছেন তিনি। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের সময়ে ধ্বংস করেছিলেন পাক যুদ্ধবিমান। তাঁর বিমানও আছড়ে পড়েছিল পাকিস্তানের মাটিতে। তিন দিন ধরে বন্দি ছিলেন সে দেশে। পরে দেশে ফিরে বীর চক্র পদক পান। পিটিআই সূত্রে খবর, 'ফ্লাই৯১' নামে এক বাণিজ্যিক উড়ান সংস্থায় পাইলট হিসেবে যোগ দিয়েছেন অভিনন্দন। গোয়ার এই সংস্থাটিতে গত মাসেই তিনি যোগ দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি উড়ান সংস্থা।

ময়দান

ব্রাজিল ম্যাচের আগে বাংলায় কাফু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম আকর্ষণীয় মুহূর্তের অপেক্ষা এখন সমর্থকদের। ঠিক এক মাস পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সেই বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়েছে। তবে তার আগেই বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আরও একটি বিশেষ চমক অপেক্ষা করছে। ব্রাজিলের কিংবদন্তি অধিনায়ক ও বিশ্বকাপজয়ী তারকা কাফু আগামী সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা;দুই জায়গাতেই তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর কাফুর দার্জিলিং পৌঁছানোর কথা। সেখানে তিনি আর্য চা বাগান এলাকায় গড়ে ওঠা 'সিদ্রা হিলস স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলনেস রিসোর্ট'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে ক্রীড়া ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আয়োজকদের আশা। শুধু তাই নয়, ওই দিন তাঁর উপস্থিতিতেই দুটি নতুন ফুটসল ক্লাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। ক্লাব দুটি হল দার্জিলিং ওয়ারিয়র্স এফসি এবং নর্থবেঙ্গল ফাইটার্স এফসি। উদ্বোধনের পর এই দুই দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছে, যা স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। প্রথমে অনুষ্ঠানটি আর্য চা বাগানের নিজস্ব মাঠে আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও পরে সেটি স্থানান্তর করা হয়েছে লেবংয়ের গোর্খা স্টেডিয়ামে। বৃহত্তর দর্শকসমাগম এবং উন্নত পরিকাঠামোর কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন বলে আয়োজক সূত্রে খবর।

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
Corrgendum for N.I.T. No. WBMAD/MM/NIT-03e/2026-27, Sl. No. 1, 2, 3, 7 & 10 dated. 03.09.26. Details of Corrigendum will be available from website **https://wbtenders.gov.in** and Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.**
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এইচএমসি অধীন পার্ক এবং উদ্যান বিভাগের নিম্নোক্ত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর ওয়েবসাইট https://www.wbtenders.gov.in থেকে জানা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১৯.০৯.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
টেন্ডার নোটিশ নং : **ED/02/P&G/26-27। তারিখ : ৩১.০৮.২০২৬**
৬৮(৩)/২৬-২৭
২.৯.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia
E-Tender is invited by the under signed from the bonafied Contractors for the following work in Nadia district:
NIT-01/N.Z.P of 26-27 (S1-01 to 10): construction of 159 nos. Community Sanitary Complexes at various pin pointed places in the district of Nadia.
Total estimated cost is **Rs. 63361500.00.** Last date for submission of above stated e-tenders is **(S1-01 to 10) 18.09.2026**
Please see website: **www.wbord.gov.in** or contact to this office.
Sd/-
District Nodal Officer, Sanitation
Nadia Zilla Parishad
Memo No : 143(3)/DICO/N/Advt.26 Dt. Date: 03/09/2026

Rajpur-Sonarpur Municiplity
Harinavi, Kolkata-124
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO.: WBMAD/ULB/RSM/51/E-GOV/SI/2026-27, Date: 10.08.2026. For details visit:http://www.tenders.wb.gov.in
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice Inviting e-Tender
NIT No : NBM/PWD/NIT-6 (1-17)/2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5021268_1 to 2026_MAD_5021268_17.
Last date of submission of e-tender: **16/09/2026 at 18:00 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/06/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1040418_1,
Categories of Work: Supply of Tyres, Tubes & Rims. Last date of Submission of Tender **14.09.2026.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৭৮, তারিখ ০২.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬০৫, কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাসের মেয়াদের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স-এ এলএইচবি কোচগুলিতে স্থাপিত সিগন্যাল (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত ৪.৫ কেডব্লু রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জারসমূহের প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৫,৪৫,৪৩১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৩০,৯০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৬৬৭, কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের মেয়াদের জন্য এলএইচবি, কনভেনশনাল পাওয়ার কারগুলির বিভিন্ন উপাদানসমূহ মেরামতির কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৩,৫৬,৯৩০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩,৬৭,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭০২, কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাসের মেয়াদের জন্য বিভিন্ন নির্মাতার এলএইচবি এবং নন এলএইচবি ধরনের এসি প্যাকেজ ইউনিট সমূহের সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,১১,০৪,৪২০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৪,২২,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১, ২ এবং ৩-এর জন্য ২১.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-316/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : P-120/SBSTC/2026-27
Date : 03.09.2026
Short Notice Inviting Tender
Bids are invited through e-tendering process by South Bengal State Transport Corporation for PURCHASE of **1)** FRONT WINDSHIELD SAFETY & FLAT SAFETY GLASS (as 2nd Call) for bus body renovation job and **2)** TYRE OPENING AND FITTING MACHINE for HCV. For details visit **http://wbtenders.gov.in**. Last date of online bid submission is 21.09.2026 up to 14.00 hrs. for both tender.
Sd/- Managing Director,
South Bengal State Transport Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory Body of the Government of West Bengal)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216
TENDER ID No. 2026_ADDA_1039389_1
Operation of ADDA Office Canteen for Public Purpose on License Basis
ADDA invites e-tender from experienced tenderer / bidder for Operation of ADDA Office Canteen. Detailed information is available in the website **www.addaonline**, **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
CEO, ADDA

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এনআইটি নং : ৫৯৫২৪ — তারিখ ০৩.০৯.২০২৬
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বাঁকুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে **মহানপুর শাখার প্রেমিসেস সংস্কার (আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক, ডেটা ক্যাবলিং)** কাজের জন্য যোগ্য বিডারদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বানের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং / বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ওয়েবপেজ দেখুন।
টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ২৪.০৯.২০২৬ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস - বাঁকুড়া

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
e-NIQ No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/423, Dated: 03/09/2026
e-NIQ is invited in two parts for Management of Idols Emersion of Maha Durga Puja, Kali Puja & Jagdhatri Puja, including the Puja materials for Solid West Management purpose under Bhatpara Municipality.
Last Date of Submission of tender is **19/09/2026 at 15:00 Hrs**. Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

-:E- QUOTATION NO:-
Patashpur-I Dev. Block invites e-Quotation as follows:-

NIT No: & Date	Work description	Last date and time for receipt of bids through e-procurement
NIQ NO-WBPO/Pat-I /VB G RAM G /NIQ-03/2026-27 dt: 01.09.2026	Supply rate of different type of materials of VB-RAM G works for 05 nos G.P.	08.09.2026

The details can be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Programme Officer, VB-G RAM G
&
Block Dev. Officer Patshpur-I Dev. Block

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia
E-auction of Nabadwip-Swarupganj, Nabadwip-Hulorghat & Hulorghat-Swarupganj Ferry Ghat (4th Call) are invited vide memo no. 2226/NZP, dated. 03/09/2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows:

Sl. No.	Events	Dates	Time
1.	Publishing date & time	03.09.2026	04.30 PM
2.	Documents submission / Payment start date & time	03.09.2026	05:00 PM
3.	Documents submission /Payments end date	27.09.2026	04:00 PM
4.	Documents / Payment approval start date	28.09.2026	11:00 AM
5.	Documents/Payment approval end date	30.09.2026	05:00 PM
6.	Auction start date& time	01.10.2026	11:00 AM
7.	Auction end date& time	01.10.2026	03:00 PM

Please see the website: **www.nadiazillaparishad.in** or contact to this office.
Memo No : 145(2)/DICO/N/Advt.26 Date: 03/09/2026
Sd/- Secretary
Nadia Zilla Parishad.

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia
E-auction of Ramnagar Ferry Ghat (4th Call) are invited vide memo no. 2227/NZP, dated. 03.09.2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows:

Sl. No.	Events	Dates	Time
1.	Publishing date & time	03.09.2026	04.30 PM
2.	Documents submission / Payment start date & time	03.09.2026	05:00 PM
3.	Documents submission /Payments end date	09.09.2026	04:00 PM
4.	Documents / Payment approval start date	10.09.2026	11:00 AM
5.	Documents/Payment approval end date	14.09.2026	05:00 PM
6.	Auction start date& time	15.09.2026	11:00 AM
7.	Auction end date& time	15.09.2026	03:00 PM

Please see the website: **www.nadiazillaparishad.in** or contact to this office.
Memo No : 144(2)/DICO/N/Advt.26 Date: 03/09/2026
Sd/- Secretary
Nadia Zilla Parishad.

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by The Executive Officer, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development works within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1 to 19	Renovation of Black Top Road in various wards within Jaynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/JOY-NAGAR-MOZILPUR/13/2026-27 SL1 TO 19

Tender ID: **2026_MAD_5021984_1 to 19**
Bid submission starting date: **04/09/2026 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **11/09/2026 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Chairman, Joynagar Mozilpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/238/26-27 Dated 03-09.2026	Reparing of Bituminous Road From Radhanagar Road Dhalai Bridge at Ghasiara Purbapara in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.56,51,763.00
WBMAD/ULB/RSM/239/26-27 Dated 03-09.2026	Reparing of Bituminous Road From Shop of Prakash Mandal to Shop Of Sonatan Mandal at Ghasiara Purba Para Nona Jagadishpur in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.27,59,556.00
WBMAD/ULB/RSM/240/26-27 Dated 03-09.2026	Reparing of WBM Road at 9 er pally Main Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.65,83,058.00

Bid Submission end date: **21.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur
E- Tender Notice
E - Tender **are hereby invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide (1) NI(e)T No.- 08/Jhama Moorum & Others/2026-27, Date-03/09/2026 (2)NI(e)T No.- 09/G.S.D. (AMRUT 2.0)/2026-2027, Date-03/09/2026.** Others details can be seen from the www.tenders.wb.gov.in & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in.**
Sd/-
Chairman
Egra Municipality

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	05.09.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	05.09.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	12.09.2026 & 19.09.26	06.00 P.M.
4.	Opening Date	15.09.2026 & 22.09.26	10.30 P.M. onwards

TENDER IDS :-

2026_MAD_1040198_1	2026_MAD_1040207_1	2026_MAD_1040210_1	2026_MAD_1040215_1
2026_MAD_1040221_1	2026_MAD_1040288_1	2026_MAD_1040293_1	2026_MAD_1040320_1
2026_MAD_1040358_1	2026_MAD_1040360_1	2026_MAD_1040362_1	2026_MAD_1040365_1
2026_MAD_1040376_1	2026_MAD_1040379_1	2026_MAD_1040380_1	2026_MAD_1040383_1
2026_MAD_1040386_1	2026_MAD_1040390_1	2026_MAD_1040093_1	2026_MAD_1040102_1
2026_MAD_1040106_1	2026_MAD_1040111_1	2026_MAD_1040121_1	2026_MAD_1040131_1
2026_MAD_1040134_1	2026_MAD_1040142_1	2026_MAD_1040162_1	2026_MAD_1040163_1
2026_MAD_1040164_1	2026_MAD_1040166_1	2026_MAD_1040180_1	2026_MAD_1040182_1
2026_MAD_1040186_1	2026_MAD_1040191_1		

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Corrigendum
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby publish corrigendum notice under AMRUT2.0 scheme within Raghunathpur Municipality.
Corrigendum Title:- Changes in payment terms and correction in BOQ (name of the job). **Tender Id-2026_MAD_1039150_1**
For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Chairman
Raghunathpur Municipality
Dist.-Purulia

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting Tender
Tenders are invited from Benefited resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIT 03 OF 2026-27 of the undersigned vide Tender ID **2026_HSD_1040089_1.** Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online) :14.09.2026 up to 1-00Pm. (website: http://wbtenders.gov.in). Sd/- SRIMANTA MANDAL, Assistant Engineer, Kolkata North Sub Divn. I, HD.
ICA- T16951(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work Providing adequate manpower for operation of different type AC machines (all) installed at the campus of MLA Hostel, 2 Kyd Street, Kolkata-16.' Tender ID **2026_WBPWD_5021580_1.** Tender No.: **WBPWD/EE/48/IR/T/KCED/I of 2026-27** Bid Submission end date **23.09.2026 up to 02.00 P.M.** Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B. Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T17027(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kolkata North Sub-Division-III, P.W.D. invites online tender for the work of "GROUP LIST FOR DAY TO DAY MTC & REPAIR OF (SANITARY & PLUMBING WORKS AND R & B WORKS) OF DIFFERENT BUILDING UNDER KOLKATA NORTH DIVISION (PWD) DURING THE YEAR 2026-27. At Baguiati Office Building (R & B Works). (Works will be done as per current schedule of rates of PWD)." Tender Id :- 2026_WBPWD_5021246_1, Bid Download/Submission/Upload Start Date 05.09.2026 from 09:00 a.m. Bid submission end 12.09.2026 on 3:00 p.m. The detail of NIeT may be down loaded from] Sd/- Amitava Mitra, Assistant Engineer, Kolkata North Sub-Division-III, P.W.D.
ICA- T16979(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIT 74/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5021344_1 : Name of Work : Renovation Electrical Installation Work of Hon'ble MOS Chamber and PS of Hon'ble MOS of Labour Department at 12th Floor of New Secretariat Building. Bid Submission End Date: 14/09/2026 up to 1:00 p.m. Website: - **https://etender.wb.nic.inorhttps://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T16983(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for **1)** "Special roof treatment with APP on the roof of Officer's Barrack of Hare Street P.S. Building, Kolkata, during the year of 2026-2027." **2)** "Necessary repairing for create space for display, replacement of wooden structure display with allied works in the Galleries of Calcutta Police Museum at 113, A.P.C. Road, Kolkata-700009, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tender is 14/09/2026 up to 12:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in. Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T16954(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/26/IR/T/KCED/II of 2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5017616_1) Is hereby extended upto 02.00 P.M. on 09.09.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://tenders.gov.in Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T16965(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, NWSSD-I, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Reference No. WBPHED/02e/AE/NWSSD-1 OF 2026-2027 (Sl. No.1 & 2) and (ID- 2026_PHED_5021759_1 to 2) for Closing date and time of Bid Submission (Technical and Financial) (online) 14/09/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, NWSSD-I, P.H.E. Dte.
ICA- T17003(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation
e NIQ NO. 08EE/24PN OF 2026-2027
e-NIQ is invited by the Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P. W. Dte for and on behalf of the Governor of West Bengal Vide eN.I.Q. No. WBSSPWD 08 EE /24PN/2026-2027. Name of Work : 1) Preparation of Detail Project Report for comprehensive planning, designing and preparation of Drawing and BOQ of DPR for providing fire fighting system as per institutional group of occupancy (C) as per current National Building Code of India part 4 and as per relevant B.I.S. codes (latest revision) of all Buildings of Polytechnic Institute at Gaighata in the District of North 24 Parganas. I.D. 2026_WBPWD_5021360_1. 2) Preparation of Detail Project Report for comprehensive planning, designing and preparation of Drawing and BOQ of DPR for providing fire fighting system as per institutional group of occupancy (C) as per current National Building Code of India part 4 and as per relevant B.I.S. codes (latest revision) of all Buildings of Sir Rajendra Nath Mukherjee Govt. Polytechnic institute at Basirhat in the District of North 24 Parganas I.D. 2026_WBPWD_5021360_2. Bid submission end date and time (online) 14/09/2026 up to 13:00 Hrs. IST. All other information will be available from the office of the Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P.W. Dte, & e-Tender website https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P.W.Dte.
ICA- T16988(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named **"Supply and Installation of 4.0 Tr. Tower AC machines to be installed at server room of Traffic Building, Lalbazar, Kolkata Police Head Quarters under Lalbazar Electrical Section, PWD."** Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-12 of 2026-27, **Tender ID: 2026_WBPWD_5021368_1 Bid submission end date (online) for the job is 11.09.2026 upto 2:00 P.M.** detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **http://wbtenders.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division.
ICA- T16980(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The E.E. South 24 Pgs. Divn., Social Sector, P.W. Dte. invites online e-quotation for the works of i.) "Deployment of Temporary engagement of 1 (One) no. Junior Engineer to be posted as Estimator in the Office of the Chief Engineer, Social Sector, P.W. Dte." eNIQ No. **05/EE/SOUTH 24 PGS/SS/PWDTE OF 2026-2027.** Tender ID :- **2026_WBPWD_5021393_1.** Bid submission Start Date (online) : 07.09.2026 at 2:30 P.M. Bid Submission Closing Date (online) : 14.09.2026 upto 2:30 P.M. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtender.gov.in** Sd/- EE S24P SS PWD.
ICA- T16990(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)D TENDER NOTICE
eNIT No. 08 of 2026-27 for patch repairing of Sarat Chatterjee Road, Domjur–Baluhati–Jagadishpur Road, Manilal Chatterjee Lane & Dhulaghari–Domjur Road via Begri (embankment protection) from bonafide bidders having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on **12.09.2026 at 14:00 hrs.** Tender id. 2026_WBPWD_5021533_1/2/3/4. Other details may be seen from website **etender.wb.nic.in** & **wbpwd.in** Sd/- AE/HHSD/PW(R)Dte.
ICA- T16966(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of "Dressing and chilchalling of road side flanks Kholapota -Baduria- Machlandapur road from Chainage 2.00 kmp to 7.0 kmp, Chainage 8.00 kmp to 11.0 kmp and Chainage 12.00 kmp to 15.0 kmp under Basirhat-Sub-Division under P.W.D during 2026-27." NIeT no. 15 of 2026-27. Tender ID :- 2026_WBPWD_5021355_1. Bid submission start date (online) 08/09/2026 from 10:30 A.M. Bid submission end date (online) 15/09/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division.
ICA- T16986(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub-Division, P.W.D, invite online e-Tender for the work of "Annual Comprehensive & Breakdown maintenance of 250 KVA Disel generator Set with AMF panel at IBTM & IH (For FY 26-27)." **WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-26/Q of 26-27 (2nd Call).** Tender ID : 2026_WBPWD_5021388_1. Bid Submission Closing date (Online) : 11.09.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION.
ICA- T16978(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No: 14/EE/O&M-IB/W&S/KMDA/2026-27
Two parts e-tender is invited by the Executive Engineer, Division-O&M-1B, W&S Sector, KMDA, from reliable, experienced, bonafied and resourceful manufacturer / authorized dealer / bonafied supplier, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount put to Tender, Earnest Money, Time of Completion,** Loop connection by 100 mm dia D.I pipeline with the existing 100 mm dia AC & 300 mm dia D.I distribution main near the H.O SaibalKoley at BalitikuriBeltala Math under Balitikuri-Sanpur FAWS scheme., Rs.1,24,193/-, Rs.2,490/-, 21 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 16.09.2026 at 18.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-470)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16920(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/KMDA/GAP-I/T-06(E)/2026-27
Online two-part item rate e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/GAP-I, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bona-fide and experienced agencies, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Repairing, Servicing, overhauling of HT Switchgear, transformer, LT Panel and other allied works at Titagarh Main Pumping Station under GAP-I, EM, KMDA., Rate to be quoted, Rs.4,811/- (Balance amount to determine @ 2% of contract / accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 15 days, **Last date & time for online Tender Submission:** 14.09.2026, 13:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-469)**
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16919(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তলা, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ বদলাতে মুক্তি পেতে চলেছে ৫টি ভিন্নধারার ছবি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

২২ শে আগস্ট ২০২৬ বিশিষ্ট চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক ডঃ অমিত কুমার সিনহার উদ্যোগে তার প্রযোজক সংস্থা Ample dream developers কলকাতার NX ELITE এ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মোট পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের পোস্টার উন্মোচন এর মধ্য দিয়ে বাংলার সিনে-দর্শকদের কাছে এক অনন্য নজির সৃষ্টিকারী বিশেষ বার্তা দিলেন। মাল্টিপ্লেক্স মানের বৈচিত্র্যময় চিত্রনাট্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের আবেগের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলার দর্শকদের পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তাদের এই উদ্যোগ। এই অভূতপূর্ব উদ্যোগে অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিশীল, উদীয়মান নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাংলা সিনেমার গতানুগতিক ফর্মুলার থেকে অনেকটা অন্য পথে গিয়ে প্রযোজক সংস্থা Ample dream developers এখন উচ্চ ধারনা ও বিষয়বস্তু প্রধান চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকেছে। টানটান উত্তেজনাময় সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার, রোমহর্ষক মার্ডার মিস্ট্রি, হৃদয়স্পর্শী মানবিক আখ্যান, আন্তঃসীমান্ত ড্রামা প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদের-বিভিন্ন ঘরানার এই চলচ্চিত্র গুলির মাধ্যমে মূল ধারার বাংলা বিনোদন কে একটি নতুন রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই বিশিষ্ট প্রযোজক ডঃ অমিত কুমার সিনহার নেতৃত্বে Ample dream developers এর এই উদ্যোগ। এই প্রযোজক সংস্থাটির উদ্যোগে, প্রচলিত গতানুগতিকতার একঘেয়েমি ভেঙে এবং অভিজ্ঞদের পাশাপাশি নতুন প্রতিভাদের হাত ধরে, যে পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ঘরানার চিত্রনাট্যের মাধ্যমে বাংলার সিনে-দুনিয়ায় নতুন প্রান সঞ্চার হতে চলেছে,সেগুলি হল-

স্লেয়ার- এই ছবিটির শুটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ছবির পরিচালক দীপ মাইতি। অভিনয় করেছেন-আরিয়ান ভৌমিক, শুভঙ্কি ধর, সুপ্রিয় দত্ত, সায়ন মুখার্জী, সৌরভ ভট্টাচার্য এবং রুমিও সাহা।

তুমি এলে তাই- এই ছবিটির শুটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবির পরিচালক রত্নাকর কর্মকার। অভিনয় করেছেন মৈনাক ব্যানার্জি, রজতাভ দত্ত, বিশ্বনাথ বসু, ভাস্কর ব্যানার্জি, মৌবনি সরকার, অনামিকা সাহা, সোমা চক্রবর্তী, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, বরুণ চক্রবর্তী, মিশভি মিশ্র এবং গৌতম দাস। একতারা- এই ছবিটির শুটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ছবির পরিচালক অরিজিৎ দে। এই ছবিতে অভিনয়ে আছেন ওম সাহানি, রায়তি ভট্টাচার্য, তুলিকা বসু, দেবিকা মুখার্জি, মৃণাল ঘোষ এবং তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস। সি/ও আ জার্নি- এই ছবির কাজ সম্পূর্ণ এবং সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ মুক্তি পেতে চলেছে। ছবি পরিচালনায় আছেন প্রতীক সরকার। ছবিতে অভিনয় করেছেন বনি সেনগুপ্ত, দর্শনা বণিক, ত্রিশানজিৎ, চন্দন সেন, শিলাজিৎ মজুমদার এবং সুদীপ মুখার্জী।

হাবুল- এই ছবির শুটিং এর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ছবির পরিচালনায় আছেন ডঃ কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জী। এই ছবিতে অভিনয় করবেন শাশ্বত চ্যাটার্জি, ইভান সিনহা। ছবির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে এখনো কোন নাম চূড়ান্ত হয়নি।

এই পাঁচটি ছবির লাইন প্রোডাকশনের দায়িত্ব নিয়েছেন সিলভার স্ক্রিন ড্রিম প্রোডাকশন হাউস এবং রজত সাহা এন্টারপ্রাইজ। প্রসঙ্গক্রমে Ample dream developers এর পক্ষে প্রযোজক ডঃ অমিত কুমার সিনহা বলেন,'আমরা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্র তৈরি করতে আসিনি। আমরা একটি প্রাণবন্ত কর্মপরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এসেছি। আমাদের এই পাঁচটি চলচ্চিত্রের তালিকা প্রমাণ করে যে, দুর্দান্ত বিনোদন এবং নির্ভীক নতুন প্রতিভা অভিজ্ঞ কিংবদন্তীদের পাশাপাশি সমানভাবে অবস্থান করতে পারে।'

হেরম্ব, অরুণ, অরূপ, উত্তম পেরিয়ে

বিশ্বনাথ বিশ্বাস

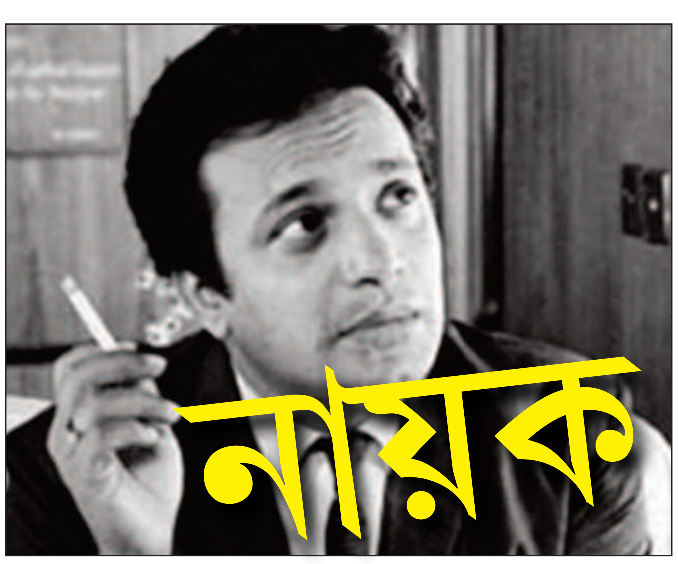

বাংলা চলচ্চিত্রের একমাত্র মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পূর্তি। উত্তমকুমার জন্মে ছিলেন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে মামাবাড়িতে, ৫১ আহিরীটোলা স্ট্রিট কুমোরটুলি । তাঁর আসল নাম অরুণকুমার । একথা সকলে জানেন। কিন্তু উত্তমের জন্মরাশি নাম হেরম্ব। হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় নামটি সকলের কাছে প্রায় অজানা। উত্তমরা তিন ভাই, এক বোন। তাঁদের মা চপলা দেবী।

উত্তম ছেলেবেলায় চলে আসেন ভবানীপুরের ৪৬এ গিরিশ মুখোপাধ্যায় রোডে নিজেদের বাড়িতে। পড়াশোনা প্রথমে চক্রবেড়িয়া হাইস্কুলে। তারপর সাউথ সাবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হোন গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে। কিন্তু অসমাপ্ত থেকে যায় উত্তমের গ্রাজুয়েজন পাঠ। সংসারের আর্থিক অনটনে কলকাতার পোর্টে চাকুরি জীবনে প্রবেশ করেন। আর তারই জেরে পড়াশোনায় ইতি পড়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন উত্তম। তখন ব্রিটিশ আমল। ১৯৪৫ সালে ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিন পালন করেন প্রভাত ফেরী করে । এই উপলক্ষে নিজেই সুরে, কলমে লিখেছিলেন 'সুভাষেরই জন্মদিনে গাইব নতুন গান, সেই সুরেতে জাগবে মানুষ, জাগবে নতুন প্রাণ'। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে গেয়েছিলেন ছিলেন - 'হিন্দুস্তান মে ক্যায় হ্যায় তুমহারা, ও ব্রিটিশ বেচারা . . .।' উত্তমের বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মেট্রো সিনেমার সাধারণ অপারেটর। বাড়িতে ছিল তাঁর সুহৃদ সমাজ নামে শখের থিয়েটার দল। এই পরিবেশ উত্তমকে প্রভাবিত করে। ঘরে বাইরে যেখানেই অভিনয়ের কিছু হত, তা সে রিহার্সাল হোক বা মঞ্চত্ব। সন্ধ্যাবেলার পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে উত্তম ছুটে যেতেন। তাঁর এই লুকোচুরি ধরা পড়ে দিদি পুতুলের কাছে। উত্তমের খুব প্রিয় এই একমাত্র দিদি অকালে মারা যান। এই শোক উত্তম আজীবন ভুলতে পারেননি। পাড়ার নাটকে উত্তমের অভিনয়ের হাতেখড়ি 'মুকুট' আসরস্থ। স্কুলের 'গয়াসুর' নাটকে ছোট গয়াসুরের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হন ও দুটি মেডেল পান। একসময় পুরোপুরি পাড়ার নাটকে কোমর বেঁধে উত্তম নেমে পড়লেন।

বন্দরের কাজ সেরে উত্তম চলে যেতেন স্টুডিও পাড়ায়। কাজের খোঁজে। অভিনেতা হবে। প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। গানেরও শখ ছিল। তখনও পর্দায় আসেননি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে যেতেন। যদি সংগীতেও কিছু করতে পারেন। উত্তমের সুযোগ হল প্রথম অভিনয়ের। ১৯৪৭ সালে হিন্দি 'মায়াডোর' ছবিতে। যদিও এই ছবি কোনদিন মুক্তি পাইনি। চার-পাঁচ অভিনয় করেছিলেন। দৈনিক পাঁচ সিকি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ১৯৪৮ সালে নীতিন বসু পরিচালিত 'দৃষ্টিদান'। এতে নায়ক অসিতবরণের ছোটবেলার চরিত্রে উত্তম অভিনয় করেন। প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয় ১৯৪৯ সালে নব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামনা' ছবিতে। তখন তিনি উত্তম চ্যাটার্জি। তাঁর প্রথম নায়িকা ছবি রায়। প্রথম ছবি ফ্লপ হয়। ১৯৫০ সালে সরোজ মুখার্জি পরিচালিত 'মর্যাদা' ছবিতেও তাঁর নতুন নাম হল অরুপকুমার। এই ছবিতেই উত্তমের লিপে প্রথম গান শোনা যায়। তাঁর প্লেব্যাকে প্রথম গেয়েছিলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবিও ফ্লপ হয়। এর জেরে সবাই ফ্লপ মাস্টার জেনারেল বলে ডাকতেন।

১৯৫১ সালে অগ্রদূতের 'সহযাত্রী' ছবিতেই তিনি প্রথম পরিচিতি পেলেন উত্তমকুমার নামে । এও ফ্লপ ছবি । 'সহযাত্রী'-তেই অবিস্মরণীয় 'হেমন্ত ও উত্তম' জুটির আত্মপ্রকাশ রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'ফুল হাসে আর চেয়ে দেখি', 'গগনে সঘন ঘটা উড়ায় কে মেঘ জটা', 'ভালোবাসার পরশমণি কোথায় তারে পাই' গানে। গীতিকার শৈলেন রায়। ১৯৫৫ সালে এই জুটির 'শাপমোচন' নবদিগন্তে সূচনা করে। এঁদের অভিনয়ে, গানে অতুলনীয় 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' (শাপমোচন), 'দুরের মানুষ কাছে এসো' (পৃথিবী আমারে চায়), 'সূর্য ডোবার পালা' (ইন্দ্রাণী), 'মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি' (বন্ধু), 'তারে বলে দিও' (দুই ভাই), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'এই পথে যদি না শেষ হয়' (সপ্তপদী), 'আমি জানি তুমি এই পথ' (শেষ অংক), 'ওগো কাজল নয়না হরিণী' (মন নিয়ে) 'কে জানে ক ঘন্টা' (সোনার খাঁচা) 'আয় আয় আসমানী কবুতর' (বাঘবন্দি খেলা) হিরন্ময় স্তম্ভ। উত্তমের মহানায়ক হয়ে ওঠার নেপথ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এরও অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৫২ সালে এলো উত্তমের প্রথম হিট ছবি নির্মল দে পরিচালিত 'বসু পরিবার'। নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫৩ সালে হিট করল নির্মল দের 'সাড়ে চুয়াত্তর'। এই ছবিতেই সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম অভিনয়। বিখ্যাত 'উত্তম-সুচিত্রা' জুটি ৩০টি ছবিতে একসাথে ছিলেন। তাছাড়াও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা রায়, মাধবী চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, তনুজা, মালা সিনহা প্রভৃতি নায়িকাদের তাঁর রোমান্টিক অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। উত্তম ২০০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করে গেছেন। হিট থেকে সুপার হিট কত না ছবি 'অগ্নিপরীক্ষা' (১৯৫৪), 'শাপমোচন' (১৯৫৫), 'সাগরিকা' (১৯৫৬), 'হারানো সুর' (১৯৫৭), 'সূর্যতোরণ' (১৯৫৮), 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৯), 'কুহক' (১৯৬০), 'সপ্তপদী' (১৯৬১), 'বিপাশা' (১৯৬২), 'দেয়া নেয়া' (১৯৬৩), 'লাল পাথর' (১৯৬৪), 'থানা থেকে আসছি' (১৯৬৫), 'নায়ক' (১৯৬৬), অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' (১৯৬৭), 'চৌরঙ্গী' (১৯৬৮), 'মন নিয়ে' (১৯৬৯), 'নিশিপদ্ম' (১৯৭০), 'ছদ্মবেশী' (১৯৭১), 'স্ত্রী' (১৯৭২), 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৭৩), 'অমানুষ' (১৯৭৪), 'অগ্নীশ্বর' (১৯৭৫), 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬), 'আনন্দ আশ্রম' (১৯৭৭), 'ধনরাজ তামাং' (১৯৭৮), 'দেবদাস' (১৯৭৯) । তিনি ছিলেন আট থেকে আশি সকলের কাছে 'ম্যাটিনি আইডল' । ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনি হয়ে উঠেন জীবন্ত কিংবদন্তি । নায়ক থেকে খলনায়ক তা সে 'বাঘবন্দী খেলা' (১৯৭৫) হোক বা 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬) কিংবা 'ধন্যি মেয়ে' (১৯৭১), 'মৌচাক' (১৯৭৫)-এ চরিত্রাভিনেতা রুপী দাদা - সবেতেই তিনি মহানায়ক, 'মহানায়ক উত্তমকুমার'।

১৯৫৭ সালে মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'তাসের ঘর' ছবিতে উত্তম প্রথম দ্বৈতচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় ছাড়াও উত্তম পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম ছবি ১৯৬৬ সালে 'শুধু একটি বছর'। তারপর 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৭৩), 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' (১৯৮১)। প্রযোজনা করেন 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৬৩)-সহ অনেক ছবি। ১৯৬৭ সালে নিজের প্রযোজিত 'ছোটি সি মুলাকাত' দিয়ে হিন্দি সিনেমায় উত্তমের আত্মপ্রকাশ। সুরারোপও করেছেন ১৯৬৬ সালে 'কাল তুমি আলেয়া'। এই ছবিতে উত্তমকুমারের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন 'যাই চলে যাই' গানটি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে ১৯৬৮ সালে 'ভরত সম্মান' চালু হয়, সে বছর উত্তমকুমার প্রথম অভিনেতা ওই পুরস্কারে সম্মানিত হন 'চিড়িয়াখানা' ও 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'-র জন্য। বিশেষ 'ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড' পান হিন্দি ভার্সান 'অমানুষ' ছবির জন্য। বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'বিএফজেএ অ্যাওয়ার্ড'-এ মহানায়ক যেন একাই রাজা - 'হ্রদ' (১৯৫৫), 'সপ্তপদী' (১৯৬১), 'নায়ক' (১৯৬৬), 'গৃহদাহ' (১৯৬৭), 'এখানে পিঞ্জর' (১৯৭১), 'স্ত্রী' (১৯৭২), 'অমানুষ' (১৯৭৪), 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬)। এছাড়াও সরকারী, বেসরকারী নানান সংস্থা উত্তমকে নানান পুরস্কার, সম্মানে ভূষিত করে । ছবির প্রযোজক হয়েও একাধিকবার 'জাতীয় পুরস্কার' পেয়েছিলেন । ১৯৮০ সালে সলিল দত্তের 'ওগো বধূ সুন্দরী' (১৯৮১-তে মুক্তিপ্রাপ্ত) ছবিতে উত্তমকুমার শেষবারের মত অভিনয় করেছিলেন। গগন সেন চরিত্রে। এই ছবির শুটিং-এর সময় তিনি অসুস্থ বোধ করেন। তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। দিনটি ছিল ২৩ জুলাই। অসুস্থ শরীরে সেই দিনের ছবির কাজ শেষ করেন। পরের দিন ২৪ জুলাই মহানায়কের জীবনাবসান। দুঃস্থ কলাকুশলীদের আর্থিক সুবিধার্থে উত্তমকুমার নিজের হাতে নির্মাণ করেছিলেন 'শিল্পী সংসদ'।

দেশু ৭

অপেক্ষার শুরু

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলার সিনে-দুনিয়ায় আবারও জেগেছে নস্টালজিয়ার উন্মাদনা,বাংলার সিনে-দর্শকদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা,ছবি মুক্তির নির্দিষ্ট দিন ১৬ই অক্টোবর ২০২৬ এর জন্য। কারণ ওই দিনই মুক্তি পেতে চলেছে বাংলার সুপারস্টার দেব অর্থাৎ দেব অধিকারীর আগামী ছবি দেশু-৭। সাধারণত বাংলার দর্শকেরা দেব এবং শুভশ্রীর জুটিকে একসাথে উল্লেখ করতে দেশু শব্দটি ব্যবহার করে থাকে এবং এই ছবিটিও তাদের একসাথে কাজ করা সপ্তম ছবি। ঠিক সেই অর্থেই ছবির নাম 'দেশু-৭' কিনা তা ছবি মুক্তির পর আগামী দিনই বলতে পারে। দর্শকদের বহু বছরের অপেক্ষার অবসানে-আবারও বড় পর্দায় তাদের প্রিয় জুটি দেব-শুভশ্রী। যদিও দশ বছরেরও বেশি সময় আগে দেব-শুভশ্রী জুটির শুটিং হয়ে যাওয়া ছবি 'ধুমকেতু' মুক্তি পেয়েছিল মাত্র মাস কয়েক আগে। কিন্তু দেব-শুভশ্রী জুটির নস্টালজিক রোমান্টিক দৃশ্যগুলি খুবই স্বল্প পরিসরে থাকার দরুন, হয়তো দর্শকদের মন ভরেনি। তাই শারদোৎসবের প্রাক্কালে বাংলা সিনেমার এই নস্টালজিক জুটির ভক্তকূলেরা, এই ছবির মুক্তির অপেক্ষায় নস্টালজিয়ার জ্বরে আচ্ছন্ন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির অফিসিয়াল টিজার। বাইকের উপর বসে থাকা দেব-শুভশ্রীর ঘনিষ্ঠ লুকস এ আপ্লুত দর্শককূল। গুরুপদ অধিকারী এবং দেব অধিকারীর উদ্যোগে 'দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস লিমিটেড' এর ব্যানারে এই ছবির জন্য গল্প লিখেছেন দেব এবং নির্দেশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও করেছেন দেব। 'তুমি কে? আমি যে দেব কে চিনতাম, তুমি তো সে নও।' সত্যিই এই দেব এখন অনেক বেশি ম্যাচিওর একজন মানুষ। অভিনেতা থেকে প্রযোজনা এবং প্রযোজনা থেকে এইবার ছবির নির্দেশনার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে, একের পর এক উত্তরণ ঘটিয়েই চলেছে তার ক্যারিয়ারে। পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে দেব। সময়ের সাথে সাথে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিণত হয়েছেন শুভশ্রীও। বিগত সময়ে তার বেশ কয়েকটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি সে প্রমাণ দিয়েছেন। বহু দীর্ঘ সময়ের অবসানে আজ আবারও একসাথে জুটি বেঁধে বাংলা ছবির সিনে-দর্শকদের নস্টালজিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন এই দুই তারকা। ছবির টিজারে প্রকাশ পেয়েছে আরও এক স্বনামধন্য অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের লুকস। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন-প্রিয়াঙ্কা সরকার, রজতাভ দত্ত, অপরাজিতা আঢ্য, পার্থ সারথি চক্রবর্তী, লোকনাথ দে, কাঞ্চন মল্লিক, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমূখ। ছবির সংলাপ এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সম্রাট শর্মা, রোহিত, সৌম্য এবং দেব অধিকারী। অফিসিয়াল টিজারে প্রকাশিত অংশে ছবির দৃশ্যায়নে এবং কালার গ্রেডিংয়ে নজর কেড়েছেন এ ছবির ডিওপি শুভঙ্কর ভড়। আবহ এবং সংগীতের দায়িত্বে আছেন স্যাভি এবং নিলায়ন চ্যাটার্জী। এই ছবির টিজারে প্রকাশিত অংশের মারকাটারি অ্যাকশন দৃশ্যগুলিও দেবভক্ত সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ এবং উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। ছবির একটি সংলাপ এখন স্লোগান হয়ে তাদের মুখে মুখে- 'শিরায় শিরায় রক্ত, আমি দেবের ভক্ত'। এখন দেখা যাক ছবির টিজার মুক্তির সপ্তাহ ছয়েক পর বাংলা ছবি 'দেশু-৭' বক্স অফিসে কতটা সাড়া ফেলতে পারে।

সমাজের বাধা পেরিয়ে ভালোবাসার গল্প 'আমাদের গল্পটা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেনা ছকের বাইরে এক অন্যরকম প্রেমের গল্প নিয়ে আসছে নতুন ছবি 'আমাদের গল্পটা'। ব্যস্ত কলকাতার আবহে দুই তরুণ রুদ্র ও অয়নের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে রূপ নেয় গভীর ভালোবাসায়। কিন্তু সমাজের কটূক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিদ্রুপ সেই সম্পর্কের সামনে হয়ে দাঁড়ায় বড় বাধা। নিজের অনুভূতিকে সম্মান করা এবং ভালোবাসার মানুষটির পাশে দাঁড়ানোর সাহস;এই ভাবনাকেই ছবির মূল সুর হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন নির্মাতারা। তাঁদের কথায়, 'আমাদের গল্পটা' শুধু প্রেমের গল্প নয়, নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার এবং ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাসের এক আবেগঘন কাহিনি। ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শ্রীদাস।

পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীদাস ও প্রলয় সেনগুপ্ত। বহুদিন পর এই ছবির হাত ধরেই অভিনয়ে ফিরছেন চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীদাস। চিত্রগ্রহণে সজল রায়, সম্পাদনায় বিশাল বিশ্বাস এবং মেকআপে সুমিত সুপু। ছবিতে অভিনয় করছেন শ্রী ও রিতম।